# মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

## দ্বিতীয় খণ্ড

## মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ?

### প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরমার্থবিনির্ণয়

মানুষের অনন্ত দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোকাদির মূল কারণ
জন্ম-মৃত্যু রহস্য, পরলোকতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব,
দেবদেবী ও ঈশ্বরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব,
গুরুবৈষ্ণব-অবতার-উপাস্য-উপাসনাতত্ত্ব,
যত মত তত পথ, সর্বধর্মসমন্বয়

**LIFE AFTER DEATH**

UNIVERSAL TRUTH

নিত্যপরমানন্দলাভের নির্ভুল পথ সম্বন্ধে

১১০টি জটিল প্রশ্নের উত্তর প্র...

—*—

শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত লাইব্রেরী
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

গ্রন্থানুকূল্য ১·২৫ পয়সা মাত্র।

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে ২·৭৫ পয়সা মাত্র।

১ম. ২য় খণ্ড—১·৭৫ পয়সা মাত্র।

গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরমাজদিয়া বাজার, নদীয়া।

Kali Time, Agra Road
Mathura-281001 U.P.

Sri KESHABJI GOUD...
Mathura (U.P.)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

# মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

বুদ্ধিমান, মেধাবী, বিদ্বান্, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক রাষ্ট্রনেতা
ও সবজান্তা মানবগণও অনেকে জানেন না যে—
আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি?
মৃত্যুর পরে কোথায় যাইব ও মানুষ মরিয়া
কোথায় যায়—ইত্যাদি ১১০টী জটিল
প্রশ্নের উত্তর প্রদান।

॥ অষ্টম সংস্করণ ॥

জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
একান্ত অনুগৃহীত ও নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি—
গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, স্মরণ মঙ্গল, অষ্টকালীয়লীলা স্মরণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শান্তির সন্ধান, শ্রীহরিনাম-মহিমামৃত,
বৈষ্ণব কণ্ঠহার প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা—
উপদেশক পণ্ডিত—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

## দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত লাইব্রেরী
শ্রীনবদ্বীপ ধাম।

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

গ্রন্থানুকূল্য—১·২৫ পয়সা।
১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে—২·৭৫ পঃ মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# গ্রন্থারম্ভে নিবেদন—

পাঠক পাঠিকাগণ ! মোর নম্র নিবেদন,
শুন সবে হৈয়া একমন।
মানব জীবন হয় অত্যন্ত রহস্যময়,
নর মাত্রে জানা প্রয়োজন ॥
গুহ্যতম নিত্যশুদ্ধ, অতিশয় সুদুর্ব্বোধ্য,
জ্ঞান পাণ্ডিত্যাদি অগোচর।
সাধুগুরু কৃপা দ্বারে যেজন জানিতে পারে,
সেইজন হয়ত অমর ॥
সর্ব্বপ্রাণী মধ্যে নর, অতিশয় শ্রেষ্ঠতর,
বলি সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানিল।
সুদুর্ল্লভ নরদেহ, বহু পুণ্যে লভে কেহ,
তার ভাগ্য দেবে প্রশংসিল ॥
এ হেন মানব জন্মে, যেই জন পশুধর্ম্মে,
মত্ত হৈয়া আয়ু শেষ কৈল।
পরতত্ত্ব আত্মজ্ঞান না লভিয়া সেইজন
জানি শুনি আত্মঘাতী হৈল ॥
কোথা হৈতে আসে নর, কেন ভবে বাঁধে ঘর,
দেহান্তে বা কোথা চলি' যায়।
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যারা, কোথা মরি' যায় তারা,
না জানিয়া শোক দুঃখ পায় ॥
বিজ্ঞানাদি আলোচন, বহু বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও যে অধমজন।
নিত্যতত্ত্ব না জানিল, ধর্ম্মজ্ঞান না লভিল, বৃথা তার সে ছার জীবন ॥
আয়ু অতি অল্পদিন, স্বপ্নপ্রায় হয় ক্ষীণ, শমনের নিকট দর্শন।
নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই, সুধীগণে বলি তাই, শীঘ্র কৃষ্ণপদে দেহমন ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

## ( পরলোকতত্ত্ব )

**গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে**

( শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২১ )

ইহা অতিশয় গোপনীয় পবিত্র ও দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু ইহা জানিতে পারিলে অমৃতত্ত্ব বা অমরত্ব লাভ করা যায়।

## একশত দশটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর—

**একটু ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িলেই মনে হইবে যে এ প্রশ্ন-গুলির সুমীমাংসা হওয়া আপনারও জীবনে প্রয়োজন ছিল। নচেৎ অমঙ্গল ও বিশেষ ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হইবেন॥**

১। আমি কে ও আমার দুঃখকষ্ট কেন হয়? ২। কোথা হইতে আসিয়াছি ও কিরূপে মাতৃগর্ভে আসিলাম? ৩। মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাইব? ও আমার কত বয়সে মৃত্যু হইবে? ৪। এ জগতে আমাদের কি সম্পর্ক ও কয়দিন বা কতক্ষণ? ৫। দেহান্তেই বা আমাদের কি থাকিবে? ৬। মানব শরীর শ্মশানে পোড়াইয়া ফেলিলে আর কিছু থাকে কিনা? ৭। মৃত্যুকালে কি কি বস্তু সঙ্গে যায়? ৮। মৃত্যুর পরপারেই বা কি আছে? ৯। **মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?** ১০। মানুষ মরিয়া আবার মানুষ হইতে পারে কিনা? ১১। সকল মানুষ মরিয়া একস্থানে যাইবে কিনা? ১২। জন্মান্তরবাদ

---

বিঃ দ্রঃ—অগ্রে দশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রশ্নগুলি পড়ুন পরেই উত্তর পাইবেন।

সত্য কিনা ? ১৩। মৃত পুত্র, কন্যা, পতি, পত্নী, পিতামাতা ও স্বজনবান্ধবগণের সহিত পুনরায় কিরূপে দেখা হইতে পারে ? ১৪। মানবজীবন সুদুর্ল্লভ কেন ? ১৫। মৃত্যুর কোনও প্রতিকার আছে কিনা ? ১৬। আসন্ন মৃত্যু এড়াইবার উপায় কি ? ১৭। মৃত্যুকালে কি করা কর্ত্তব্য ? ১৮। পুত্র-কন্যা, পতি-পত্নী, পিতা-মাতা ও স্বজন-বান্ধবের মৃত্যুতে শোক হয় কেন ? ১৯। নিদারুণ পুত্র শোকাদিতে শান্তি লাভের উপায় কি ? ২০। মানুষের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, অভাব অশান্তি ও রোগ-শোকাদির মুল কারণ কি ? ২১। মানবগণ শাশ্বত শান্তি, নিত্যপরমানন্দ বা চিরশান্তি লাভ করিতে পারে কিনা ? ২২। নিত্য শান্তি, বাস্তব স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বরাজ ও নিত্য পরমানন্দ লাভের নির্ভুল পথ কি ? ২৩। শান্তি লাভের জন্য বা কোনও কারণে আত্মহত্যা করা কর্ত্তব্য কিনা ? আত্মহত্যাকারী মানবগণ শান্তি লাভ করেন কিনা ও কি প্রকার গতি লাভ করিয়া থাকেন ? ২৪। নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারিলে শান্তি লাভ হয় কিনা ? ২৫। বিষয় ভোগের দ্বারা শান্তি লাভ হয় কিনা ও প্রচুর ভোগৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিলেই শান্তি লাভ হয় কিনা ? ২৬। ত্যাগের দ্বারা শান্তি লাভ হয় কিনা ? ২৭। মানুষের জন্মমৃত্যু যন্ত্রণা কতকাল থাকে ও উহা নিবৃত্তির উপায় কি ? ২৮। জন্মমৃত্যু হয় কাহার ও জন্মমৃত্যুর প্রকৃত রহস্যই বা কি ? ২৯। জীব কি

বস্তু ও কতপ্রকার জীব নিত্য না নশ্বর ? ৩০। পরকাল বা পরলোক কাহাকে বলে ? স্বদেশ কাহাকে বলে ? মানুষের স্বদেশ কোথায় ? ৩১। এই জগৎ কি বস্তু, জগন্নাথ বা জগৎপিতা কেহ আছেন কিনা ? ৩২। জগতে কতপ্রকার মানব আছে বা মানব স্বভাব কতপ্রকার ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব কে ? ৩৩। মানুষ ও পশুতে তফাৎ কোথায় ? নরপশু কাহারা ? ৩৪। পশুর মত খাওয়া, থাকা, মরা অপেক্ষা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি ? ৩৫। কোন্ কর্ম্মের দ্বারা মানবজীবন সার্থকতা মণ্ডিত হয় ? ৩৬। মানুষের বাঁচিয়া থাকায় লাভ না ক্ষতি ? ৩৭। মানুষকে কি উদ্দেশ্যে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ? ৩৮। মানুষের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি ভেদ কিরূপে হইল ? জাতিভেদ না মানিলে কি হয় ? কৃত্রিম সাধু, কৃত্রিম গুরু, নকল অবতার, নকল ভগবান, কৃত্রিম মহাপুরুষ, ভণ্ড, বুজ্‌রুক প্রভৃতি জানিবার ও চিনিবার উপায় কি ? উহাদিগকে জানিতে বা চিনিতে না পারিলে মানবজীবনে কোনও ক্ষতি হয় কিনা ? ৩৯। অবতার কাহাকে বলে ও অবতারের লক্ষণ কি ? ৪০। গণভোটের দ্বারা ভগবান, অবতার বা গুরু নির্ণয় হইতে পারে কিনা ? মহাজন, পরমহংস বা মহাত্মা কাহাকে বলে ? ৪১। কলিতে কতজন অবতার ও কে কে ? কলিযুগের যুগবতার কে ? ৪২। ভগবান একজন না বহু ? বহ্বীশ্বরবাদ সত্য কিনা ? ৪৩। মানবগণ ভগবান বা

নারায়ণ হইতে পারে কিনা? ৪৪। মেসমেরিজাম্, হিপ্‌নোটীজম্, থট্‌রীডিং, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, যোগসিদ্ধি, ইন্দ্রজাল, ভূতসিদ্ধি, পিশাচসিদ্ধি, যাদুবিদ্যা, বশীকরণ ইত্যাদি অভ্যাস পূর্ব্বক কিছু চমকপ্রদ অলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপাদি দেখাইয়া বহু উচ্চশিক্ষিত ও নামজাদা ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিতে ও শিষ্য করিতে পারিলেই বা বহু রমণীর বল্লভ হইতে পারিলেই কি তাহাকে অবতার, ভগবান, সাধু, গুরু বা মহাপুরুষ বলা যাইবে? ৪৫। লঘু ব্যক্তিকে গুরু বলিলে বা মানুষকে ভগবান বলিলে অপরাধ বা দোষ হয় কিনা? ৪৬। নারায়ণ দরিদ্র হন কিনা? ৪৭। ভগবান মানুষের মত রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করেন কিনা বা মায়া মিশাইয়া আসেন কিনা? ভগবানের জন্মমৃত্যু ও দেহ দেহীতে ভেদ আছে কিনা? শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরচন্দ্র দেহত্যাগ করিয়াছেন কিনা? জড় চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন সম্ভব কিনা? মেধা বুদ্ধি জ্ঞান পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় কিনা? ৪৮। ভগবান বা ব্রহ্ম পঞ্চভূতের ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া মানুষের ন্যায় ক্লেশ ভোগ করেন কিনা? ৪৯। পিতামাতা ব্যতীতও ভগবান জন্মগ্রহণ করিতে পারেন কিনা? ৫০। জীবেশ্বরবাদ সত্য কিনা? ৫১। দেবদেবীগণ সকলেই পরমেশ্বর বা ভগবান কিনা? ৫২। দেবতারা সকলেই সর্ব্বশক্তিমান কিনা? ৫৩। দেবতাগণ সকলেই সমান ফল দিতে পারেন কিনা?

৫৪। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কে? ৫৫। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম বা মুল ভগবান কে? শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রেষ্টতত্ব কিছু আছে কিনা? ৫৬। যে কোনও দেবদেবী পূজা দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় কিনা? ৫৭। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য বা উপাস্য কে? ৫৮। গীতায় কাহার পূজা বা কাহার উপাসনার উপদেশ আছে? গীতায় নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ না সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন? ৫৯। গীতায় অন্য দেবদেবীর পূজার সমর্থন আছে কিনা? ৬০। কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে না? আর কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়? ৬১। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন কি? ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বা শ্রেষ্ঠ সাধন কি? ৬২। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ভক্তের ঈশ্বর প্রাপ্তির তারতম্য কি? ৬৩। উপাস্য-উপাসক ও উপাসনা নিত্য কিনা? পূজ্য পূজক পূজা আরাধ্য আরাধক আরাধনা, সেব্য সেবক সেবা এবং দৃশ্য দ্রষ্টা দর্শন চিরকাল বা নিত্যকাল থাকিবে কিনা? ৬৪। যাহারা উপাস্য বস্তু বা পূজ্য বস্তুর সহিত চরমে বিলীন হইয়া যাইতে চাহেন তাহারা বেদ বিরোধী কিনা? জীব ঈশ্বরের সহিত বিলীন হইয়া যাইতে পারে কিনা? ৬৫। পরোপকার বা জীবে দয়া কাহাকে বলে? ৬৬। মানব জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, মেধা, চিন্তাশক্তি, বিজ্ঞান চর্চ্চা, বলবীর্য্য এবং

যাবতীয় অর্থ বিত্ত্যাদি কোন্ বস্তুর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে ঐ সকল সার্থকতা মণ্ডিত হয়, আর কি জন্যই ঐ সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে? ৬৭। প্রকৃত দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয় কাহারা? আর দেশের শত্রুই বা কাহারা? ৬৮। কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানব দ্বারা সমাজ দেশ বা বিশ্ব ধ্বংস হইয়া থাকে? বিশ্ব বিপ্লবের মূল কারণ কি? ৬৯। গীতাশাস্ত্রে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানবকে চোর ও পাপভোজী বলিয়াছেন? গীতায় কাহাদিগকে অসুর, পাপীষ্ঠ, মূঢ়, নরাধম ও মায়াগ্রস্ত জীব বলিয়াছেন? ৭০। শ্রীমদ্ভাগবতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানবগণকে কুকুর, শূকর উষ্ট্র ও গর্দ্দভ তুল্য বলিয়াছেন? ৭১। স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণের অভিমত কি? ৭২। কি কি কারণে সতী নিজ পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন কেবল ইন্দ্রিয়জ সুখের জন্য পতি পত্নীকে বা পত্নী পতিকে পরিত্যাগি করা পাপজনক কার্য্য কিনা এবং তাহাতে পরিণামে শান্তি লাভ হয় কিনা? ৭৩। প্রাচীন ভারতে সতীরমণীগণ আমরণ পর্য্যন্ত পর্দ্দানসীন থাকিয়া পতি সেবার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং স্বামীর সহমরণ বরণ করিয়াছেন, সেই আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা আর্য্য রমণীগণের কর্ত্তব্য কিনা? ৭৪। মানবগণ কি কি কারণে পিতামাতা গুরুজনকে বা আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিতে পারে? গুরুবর্গকে বা গুরুকে পরিত্যাগ করা দোষ কিনা? ৭৫। পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য কি? ৭৬। জীব কি

বস্তু, জীব কতপ্রকার, জীব নিত্য না নশ্বর? ৭৭। What is the ultimate goal of the jiva soul অর্থাৎ জীবের চরম লভ্য ও পরম প্রয়োজন কি? ৭৮। নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা সম্ভব কিনা, মানবগণ চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল মনের সাহায্যে ঈশ্বরের যেরূপ কল্পনা করে, তাহা কিরূপে ঈশ্বরের মুর্ত্তি বা নিত্যরূপ হইতে পারে? কল্পিত মুর্ত্তি পূজা দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হইতে পারে কিনা? ৭৯। সাম্প্রদায়িকতা ভাল কিনা? সৎ সাম্প্রদায়িকতা ও অসৎ সাম্প্রদায়িকতা এক কিনা? যথেচ্ছাচারিতাই উদারতা কিনা? ৮০। কাহাকে দান করিতে হয়? দান গ্রহণের শ্রেষ্ঠ পাত্র কে? অতিথিকে বিমুখ করিলে কি দোষ হয়? ৮১। গৃহস্থ মানব ও গৃহত্যাগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? গৃহে থাকিয়া ভগবানকে পাওয়া যায় কিনা? **গার্হস্থ্যধর্ম্ম কাহাকে বলে?** শ্রীমদ্ভাগবতে গৃহমেধী, গৃহব্রত ও গৃহস্থের লক্ষণ কি কি বলিয়াছেন? ৮২। ধর্ম্ম কি বস্তু? ধর্ম্ম কাহাকে বলে ও কতপ্রকার? ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা কি? ধর্ম্ম না করিলেই বা কি হয়? ধর্ম্মই কি জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ? **ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার কাহার?** উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ধর্ম্মের বক্তা, উপদেশক, লেখক বা ধর্ম প্রচারক হইতে পারেন কিনা? ধর্ম মন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক শিক্ষা বা শিশু শিক্ষা নীতি কি কি? মনুষ্য সৃষ্ট ধর্ম্ম বা মানব কল্পিত ধর্ম্ম

ও ঈশ্বর প্রণীত সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম এক কিনা? কত বয়সে ধর্ম্ম-কর্ম্ম আরম্ভ করা কর্ত্তব্য? বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম করা সম্ভব কিনা? বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের নামে যে সকল প্রতিষ্ঠান, মঠ, মন্দির, মিশন, সঙ্ঘ ও আশ্রমাদি দৃষ্ট হইতেছে ইহারা সকলেই কি প্রকৃত সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশীলন করেন? অথবা উহার মধ্যে সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী প্রতিষ্ঠান ও আছে? ৮৩। কর্ম্মী মিশন, জ্ঞানী মিশন, যোগী মিশন, ভক্তি মিশন, শূদ্র মিশন, বৈশ্য মিশন, ক্ষত্রিয় মিশন, ব্রাহ্মণ মিশন, বৈষ্ণব মিশনের কার্য্যাবলী কি একই প্রকার না পৃথক? ৮৪। দেশের ও দশের সেবা বা প্রকৃত উপকার কিসে হয়? কাহারা দেশের কাজ করেন? জনসেবা, দেশসেবা, সমাজসেবা, জীবসেবা, শিবাদি দেবতার সেবা ও পরমেশ্বরের সেবার ফল কি একই প্রকার না পৃথক? ৮৫। জনমতের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইহার মধ্যে কোন্ মতটি গ্রহণীয়? ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি? ৮৬। ধর্ম্মগুরুর লক্ষণ কি? সদ্‌গুরু কাহাকে বলে? গুরুদেব নিজের পায়ে তুলসী গ্রহণ করেন কিনা? এক জগদ্‌গুরুবাদ, মহান্ত জগদ্‌গুরুবাদ, কুলগুরুবাদ জাতি গোস্বামীবাদ স্বীকার্য্য কিনা? কর্ম্মী গুরু, জ্ঞানী গুরু, যোগী গুরু, তপস্বী গুরু, ঐন্দ্রজালিক গুরু, লৌকিক গুরু ও কৌলিক গুরুগণের মধ্যে কাহাকেও পারমার্থিক গুরু বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য কিনা?

গুরুদেবকে পরিত্যাগ করা অপরাধ ও দোষাবহ কিনা? ৮৭। যত মত তত পথ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য কি? মত ও পথ কতপ্রকার? কাহার মতে চলিলে প্রকৃত মঙ্গল হয়? ৮৮। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট প্রশ্ন যথা—মৃত্যুকালে মানবগণ কাহার ভজনা করিবে, কাহার চিন্তা করিবে ও কি মন্ত্র জপ করিবে? মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কি ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি? জপ্য কি, স্মরণীয় কি ও ভজনীয় কি এবং সংসিদ্ধি কাহাকে বলে? মানবের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহাই বা কি? ৮৯। রাজমন্ত্রী সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট প্রশ্ন যথা—

কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে মোর হিত হয়॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০ পৃষ্ঠা)

৯০। **গীতা শাস্ত্রের সার শিক্ষা কি?** গীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ ও সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ কি? ৯১। শাস্ত্র কি মনুষ্য জাতির রচিত বা মিথ্যা কল্পিত পুস্তক? শাস্ত্র না মানিলে কি হয়? যাহারা শাস্ত্র মানে না তাহাদের কি প্রকার গতি হইয়া থাকে? মুসলমান খ্রীষ্টানাদিরও শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা আছে কিনা? ৯২। ভারতের আর্য্য ঋষিগণের

শাস্ত্র ও উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া ষ্ট্যালিন, লেলিন, ডারবিন প্রভৃতি বৈদেশিক মতবাদের প্রবিষ্ট হইলেই কি চিরশান্তি লাভ হইবে? মহদতিক্রম করিলে কি দোষ হয়? ৯৩। মানবগণ কি বিবেক-বুদ্ধি-মেধা-পাণ্ডিত্য, দেহবল, জনবল, অস্ত্রবল ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির বলেই যাবতীয় বিপদ মুক্ত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারিবে? বিজ্ঞানের সাহায্যে বা রকেটে করিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছানো সম্ভব কিনা? সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান কোথায়? ৯৪। বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ও বিদ্যার ফল কি? প্রকৃত বিদ্বান কে? ৯৫। পণ্ডিত কে ও মূর্খ কে? ৯৬। ব্রাহ্মণ কে ও শূদ্র কে? ৯৭। ধনী কে ও দরিদ্র কে? বন্ধু কে ও শত্রু কে? ৯৮। স্বর্গ কি ও নরক কি? ৯৯। সুখ কি ও দুঃখ কি? ১০০। কাম কি ও প্রেম কি? ১০১। বদ্ধ, মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ এক কিনা? ১০২। ভক্তির অধিকারী কে? ভক্তির অনধিকারী কাহারা? ১০৩। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির লক্ষণ কি? ১০৪। ধর্ম্মকার্য্যে জীবহত্যা বা পশুবলী কর্ত্তব্য কিনা? ১০৫। জিহ্বা বা উদরের নিমিত্ত জীবহিংসা করা কর্ত্তব্য কিনা, মৃতদেহ বা জীবশরীর মানবের ভক্ষ্য হইতে পারে কিনা? ১০৬। কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত উদ্ধারের অন্য কোনও পথ আছে কিনা? পেশাদারী কীর্ত্তন, রেডিওর কীর্ত্তন, গ্রামোফোনের কীর্ত্তন, যাত্রাদলের নারদ-প্রহ্লাদাদির কীর্ত্তন ও শুদ্ধভক্তের মুখের

হরিসঙ্কীর্ত্তনের কোনও ভেদ বা তফাৎ আছে কিনা? কাহার নিকট হরিনাম ও হরিকথা শুনিলে উদ্ধার হওয়া যায়? ১০৭। মনুষ্য জাতির কল্পিত ছড়া পদকীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয় কিনা? চারি যুগের তারক ব্রহ্মনাম কি কি? মহামন্ত্র তারক ব্রহ্মনাম অসংখ্যাত (সংখ্যা না রাখিয়া) কীর্ত্তন দ্বারা অপরাধ হয় কিনা? ১০৮। গীতা, ভাগবত বেদ-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সার শিক্ষা কি ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ কি? ১০৯। ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরমার্থ এক কিনা, বৈদিক ধর্ম্ম লোক ধর্ম্ম, দেহ ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে ভেদ আছে কিনা? নিত্য ধর্ম্ম, পরমার্থ ও সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ১১০। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সকলেই ধর্ম্ম ও পরমার্থ তত্ত্ব বা ঈশ্বর তত্ত্ব জানেন কিনা? তথা কথিত ধর্ম্মাচার্য্য-গণেরও পরমার্থানুশীলন কারী মহাত্মা-গণের প্রাপ্য লোকও গন্তব্যস্থান এক কিনা?

---

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রশ্নগুলির বিস্তৃত সমালোচনা ও সু-মীমাংসা মৎকৃত "শান্তির সন্ধান" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

# মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

## আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও পরলোকতত্ত্ব

ধর্ম্ম জ্ঞান ও পরমার্থ রাজ্যে প্রবেশের প্রাথমিক শিক্ষা
একশত দশটী মুখ্য প্রশ্ন ও তদন্তর্ভুক্ত বহু জটিল প্রশ্নের
**শাস্ত্র যুক্তিমূলক উত্তর ও সু-মীমাংসা।**

আমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। আমি ভগবানেরই নিত্য সেবক, সন্তান, শক্তি বা অংশ ( গীতা ) আমি অবিনাশী ও অমর। আমি জন্ম-মৃত্যু-রহিত নিত্য শাশ্বত ও সনাতন জীবাত্মা, যথা গীতাশাস্ত্রের প্রমাণ—

ন জায়তেম্রিয়তে বাকদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতাবান ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষযতি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়ম ক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণূরচলোহয়ং সনাতনঃ॥

( গীতা ২য় অধ্যায় ২০-২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য )

তাৎপর্য্য—জীবাত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই জন্ম মৃত্যু-রহিত জীবাত্মা নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন। তাহার ক্ষয়-লয় নাই। দেহ বিনষ্ট হয় কিন্তু আত্মা অবিনাশী। মানুষ যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ছাড়িয়া নবদেহ ধারণ করে। আত্মাকে অস্ত্রে কাটা যায় না, আগুনেও পোড়ে না, জলেও ভেজে না। জীবাত্মা কোন কালেই ছিন্ন, দগ্ধ, শুষ্ক বা সিক্ত

হয় না, সে অব্যক্ত, অচল, পরিবর্ত্তনহীন, সর্ব্বগামী, অনাদি, অচিন্ত্য ও নির্ব্বিকার।

আমার এই পঞ্চভৌতিক দেহের বর্ত্তমান পরিচয় কল্পিত, মিথ্যা, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। রক্তমাংস মলমূত্র বিষ্ঠাময় এই নশ্বর দেহ কখনই আমি নহি। আমি ও দেহ পৃথক বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—নশ্বর জড় দেহে আমি বুদ্ধিকারী ব্যক্তিই মহামূর্খ ও গোগর্দ্দভ। দেহ নাশ হইলেও আমি নাশ হইনা, দেহ অনিত্য ও নশ্বর কিন্তু আমি নিত্য। দেহের মৃত্যু হয় কিন্তু আমার মৃত্যু বা বিনাশ নাই। এই দেহ কখনও কখনও হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে দৃষ্ট হয় ও বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। কিন্তু জীব শরীরের এই সকল পরিচয় মিথ্যা, অনিত্য ও নশ্বর। জীবাত্মা হিন্দু-মুসলমান, জৈন-খ্রীষ্টান, স্ত্রী-পুরুষ বা নপুংসক নহে। আমি কোনও জাতিবর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহি। আমি ভগবান বা ব্রহ্ম নহি। ভগবান বিভুচৈতন্য আমি অনুচৈতন্য। ভগবান প্রভু, আমি দাস। ভগবান মায়ার অধীশ্বর। আমি মায়ার অধীন। ভগবান কখনই মায়ার বশীভূত হন না কিন্তু আমি সর্ব্বদাই মায়াবশযোগ্য। ভগবানও নিত্য, আমিও নিত্য। ভগবান বিভুসচ্চিদানন্দ, আমি অনুসচ্চিদানন্দ। আমাদের জ্ঞান ও শক্তি ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। ভগবানের শক্তি অসীম

অনন্ত। আমি অংশ তিনি পূর্ণ ও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। তাঁহাকে ভুলিয়াই দুঃখ কষ্ট হইতেছে।

২। আমি উক্ত ভগবানের তটস্থাশক্তি হইতেই আসিয়াছি। মাতৃগর্ভে আসিবার উপায় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র এইরূপ বলিয়াছেন যথা—

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপ পত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্ট উদরং পুংসো রেতঃকণাশ্রয়ঃ॥

অর্থ—জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীবসকল দেহ ধারণের নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণাকে আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রবেশ করে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের ৩১ অঃ ১-১৮ সংখ্যা আলোচ্য

৩। মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে, দেবলোকে, নরকে, বৈকুণ্ঠে বা গোলোক বৃন্দাবনেই যাইব তাহা এখন নিশ্চয়তা নাই, কারণ **মৃত্যুর পরেই আমার কর্ম্মফলানুসারেই গতি হইবে**। আমি জীবনে যদি কোন পাপ করিয়া থাকি তবে নরকেই যাইব। যদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকি তবে স্বর্গে যাইব, আর পাপ-পুণ্য না করিয়া যদি হরিভজন করিয়া থাকি তবে বৈকুণ্ঠে বা গোলোক বৃন্দাবনে যাইব। সেই ধাম হইতে আর কখনও পতনের আশঙ্কা নাই। (গীতা) মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই।

৪। এ জগতে আমাদের কোনও স্থায়ী সম্পর্ক নাই। এ জগৎ আমাদের পক্ষে পান্থশালার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী পান্থসম্পর্ক। এ জগতে পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রীর যে মিলন, ইহা পথিকে পথিকে আলাপ পরিচয়ের ন্যায় স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের বিষয় বৈভব, গৃহ অট্টালিকা, আত্মীয়স্বজনের সহিত আমার মৃত্যুকাল পর্যন্তই সম্পর্ক থাকিবে, মৃত্যু হওয়া মাত্রই ইহাদের সহিত আমার সম্পর্ক চিরতরেই বিচ্ছেদ হইবে। মৃত্যুর পর মুহূর্ত্তেই এখানকার এক কপর্দ্দকও আমার কোনও উপকারে আসিবে না।

৫। দেহান্তে আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত কর্ম্মফল অবশিষ্ট থাকিবে। মানুষ মরিয়া ঐ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারেই বিভিন্ন লোকে গমন করে ও বিভিন্ন যোনীতে জন্মগ্রহণ করে। যথা গীতার প্রমাণ—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তিমদ যাজিনোঽপিমাম্ ॥

(গীতা ৯।২৫)

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

(গীতা ১৪।১৮)

অর্থ—যাহারা যে-যে দেবতার পূজায় সিদ্ধিলাভ করে তাহারা সেই-সেই অনিত্য দেবলোকে যায়। পিতৃলোকের উপাসকগণ পিতৃলোকে গমন করে, ভূত পূজকগণ অর্থাৎ যাহারা জীব সেবা করে তাহারা জীবলোকেই বিভিন্ন যোনীতে জন্মমৃত্যু ভোগ করে। কিন্তু আমার ভক্তগণ (শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ) নিত্যকালের জন্যই পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) লাভ করিয়া থাকেন।

সত্ত্বগুণী মানবগণ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকে যায়। রজোগুণীগণ মধ্যলোকে বা নরলোকে গতাগতি করে এবং তমোগুণী লোকেরা নরকাদি অধোলোকে গমন করিয়া থাকে।

৬। মানবের স্থূলদেহ পোড়াইয়া ফেলিলে আত্মার সহিত সূক্ষ্ম শরীর থাকে। লিঙ্গ শরীরেও কর্ম্মফল ভোগ হয়। লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ হইলে আর কর্ম্মফল থাকে না। তখন শুদ্ধ বা নির্ম্মল জীবাত্মা কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হয়।

৭। মৃত্যু হইলে উহা ব্যতীত এ জগতের আর কোন বস্তুই সঙ্গে যাইবে না। এমন কি স্থূল দেহটীও যাইবে না।

৮। মৃত্যুর পরপারে আছে পরলোক বা নরক। পাপীষ্ঠ নরগণই মৃত্যুর পরে নরকে যায়। পুণ্য কর্ম্মীগণ অনিত্য স্বর্গে যায়। ঈশ্বররাধনাকারীগণ বৈকুণ্ঠাদি পরলোকে গমন করেন।

## ৯। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?

( মানব মাত্রেরই জানা দরকার )

আমরা মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকি, কিন্তু মৃত্যু আমাদের ভুলিয়া থাকে না। আজই হউক বা দু'দশ দিন পরেই হউক মৃত্যু আমাদের গ্রাস করিবেই, আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ নিশ্চিন্ত না থাক ভাই। কথায় বলে আজি কিম্বা নহে কালি, মরণ ত নহে গালি। গীতাশাস্ত্র বলেন,—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমহসি ॥ ২।২৭

অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু সুনিশ্চিৎ। মৃত্যু হইলে আবার জন্ম হইবে। ইহা অপরিহার্য্য বলিয়া শোক করা উচিৎ নহে। আমরা মরণকে ভয় করি বলিয়াই ভুলিয়া থাকিতে চাই, কিন্তু গায়ে গু

মাখিলে যমে ছাড়ে না। মরণের কথা বলিলে অনেকে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন, তাঁহাদের নিকট মৃত্যুর প্রসঙ্গটা যেন চাপা থাকাই ভাল। আর এই শ্রেণীর লোকেরাই নিশ্চিন্ত মনে বিষয় ভোগে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার জঘন্যতম পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু ইহারা যমদণ্ড স্বীকার করে না, পরকাল, পরলোক পরমেশ্বরকেও মানে না। সেইজন্যই মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিতে চায় ও ধর্ম্মহীন পশুপ্রায় জীবনযাপন করে। কিন্তু মৃত্যু কাহাকেও নোটীশ করিয়া বা সংবাদ দিয়া আসে না। তাহার নিকট দেশ কাল পাত্র বা বয়সেরও কোন অপেক্ষা নাই। মৃত্যু কোনও তিথিনক্ষত্র, দিকশূল, ত্র্যহস্পর্শাদি কিছুরই অপেক্ষা করে না।

কোথায় কোন সময়ে কি অবস্থায় কত বয়সে কাহার মৃত্যু হইবে কেহই জানেনা। এমনকি এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ-গণের গণনাও প্রায় ভুল হইয়া থাকে। আজকাল সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, নীরোগ, বলবান যুবকও হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য্যজনক ভাবেই মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে। ইহা সকলেই জানেন কিন্তু জানিয়াও আবার না-জানার মতই ভোগে প্রমত্ত হইয়া পড়েন, ইহাই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। মহাভারত বলেন—

প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যম ঘরে।
শেষে যা'রা রহে তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবি না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥

মানবজীবনের যেটা সবচেয়ে বড় ভয় ও বড় সমস্যা, অথচ যাহার

কোন প্রতিকার নাই তাহারই নাম মৃত্যু। সেই মৃত্যু যখন ধ্রুব সত্য, বাস্তব সত্য, পরীক্ষিত সত্য, শাস্ত্রীয় সত্য ও প্রত্যক্ষ সত্য, তখন সেই মৃত্যু সম্বন্ধে উদাসীন না থাকিয়া মৃত্যুর পরে মানব কোথায় যায় ও তথাকার অবস্থা ও আবহাওয়া কি প্রকার হইবে, তদ্বিষয়ে অবগত হওয়া মানব মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজন। এদেশে যে মানবের অস্থায়ী বাসস্থান, বেশীদিন এদেশে থাকা যায় না, তখন যেখানে যাইতে হইবে, যে দেশে চিরকাল থাকিতে হইবে, সে দেশের পরিচয় জানা মানবের জীবিতকালেই অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম প্রভু বলিয়াছেন,—

"মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
তবু সদা কর কার্য্য মন্দ।"

**মানুষ মরিয়া কোথায় যায়** এ বিষয়ে শাস্ত্র বাক্যই প্রমাণ, শাস্ত্রবাক্যে ভ্রম প্রমাদাদি কোন দোষ থাকিতে পারে না, গীতাশাস্ত্র সর্ব্ববাদীসম্মত ধর্ম্মগ্রন্থ। ৫নং প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গেও গীতাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ বচন সকল উদ্ধার করিয়া মানুষ মরিয়া কোথায় যায় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মানুষের খাদ্য খাদক, আহার-বিহার, চাল-চলন, ছাঁট-কাট, সঙ্গ-প্রসঙ্গ ও ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি লক্ষ্য করিলেই বলিয়া দিতে পারেন যে সে মৃত্যুর পরে কোথায় যাইবে বা কোন্ যোনীতে জন্মগ্রহণ করিবে, মানুষের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-কর্ম্ম খাদ্য-খাদক ও কর্ম্মফলের উপরেই পারলৌকিক গতি নির্ভর করে। তাহা ৩।৪।৫ নং প্রশ্নে বলা হইয়াছে।

১০। মানুষ মরিয়া আবার মানুষ হইতে পারে, যদি তমোগুণী না হয়। তামসিক খাদ্য মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য ভোজন পরিত্যাগ

করিয়া যদি সাত্ত্বিক দ্রব্যাদি ভোজন করে এবং পশু স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া মানবোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া মরিতে পারে তবে আবার মানবজন্ম লাভ করিতে পারে। গীতা ১৪ অধ্যায় আলোচ্য।

১১। সকলে মরিয়া একস্থানে যাইবে না, যাহার যেরূপ কর্ম্মফল সে সেইপ্রকার গতি লাভ করিবে। কেহ স্বর্গে, কেহ মর্ত্ত্যে, কেহ নরকে গমন করিবে। তবে জীবিতকালে পরিবারবর্গ সকলেই যদি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া নিষ্কপটে হরিভজন করেন তবে সকলেরই একপ্রকার গতি হইবে। সেখানে স্বজন-বান্ধবের সহিত আর বিচ্ছেদ হইবে না। কিন্তু কৃষ্ণ ভজন না করিলে স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গে কেহ নরকে কেহ মর্ত্তলোকে গমন করিবে। কেহ জড় ভরতের মত হরিণ কেহ অহল্যার মত পাষাণী, কেহ ইন্দ্রের ন্যায় শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

১২। শাস্ত্রমতে জন্মান্তরবাদ সত্য, সর্ব্ববাদীসম্মত গীতাশাস্ত্র বলেন,—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ। ২।২৭।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। গীতা ৪।৫

ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যানুসারে জন্মান্তরবাদ সত্য, যাঁহারা জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারাও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের আত্মীয়স্বজন ও গৃহাদির প্রকৃত পরিচয় বলিয়া থাকেন. ইহাও প্রত্যক্ষ ঘটনা। সুতরাং জন্মান্তরবাদ অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মৃত পুত্র-কন্যা ও স্বজন বান্ধবগণের সহিত পুনর্মিলন ও দেখা সাক্ষাত্যাদি হইতে পারে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ মৃত গুরুপুত্রকে ও দেবকীর ছয়টি মৃত পুত্রকে আনিয়া দিয়াছিলেন,

দ্বারকাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকেও আনিয়া দিয়াছিলেন, শ্রীল ব্যাসদেবের কৃপায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একরাত্র পঞ্চপাণ্ডবদেরও মিলন হইয়াছিল। এইরূপ শ্রীভগবান ও নিত্যসিদ্ধ ভগবত পার্ষদগণের কৃপাতেই উহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু শোকাভিভূত হইয়া বৃথা ক্রন্দনাদি দ্বারা কোনও ফল হয় না, বরং বিশেষ ক্ষতি হয়। অতএব শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে হরি আরাধনা করিলেই যাবতীয় কামনা বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান সুতরাং তাঁহার কৃপাতেই সব সম্ভব হয়।

১৪। মানবজীবন সুদুর্ল্লভ এইজন্য যে ইহা বহু জন্ম-জন্মান্তর পরে, বহু সুকৃতি ও সৌভাগ্যের ফলে লাভ হইয়া থাকে, দুঃখে যাহা লাভ হয় তাহাকেই দুর্ল্লভ বলে, ইহা অতিশয় দুঃখ কষ্টে আশীলক্ষ-যোনী ভ্রমণ করিবার পর লাভ হয় বলিয়া ইহাকে সুদুর্ল্লভ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

( ভাঃ ১১।২।২৯ )

দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম। ( ভাঃ ৭।৬।১ )

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তেমানুষ্যম্।

( ভাঃ ১১।৯।২৯ )

অর্থাৎ এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ অত্যন্ত দুর্ল্লভ। মনুষ্যজীবন লাভ করাও সুদুর্ল্লভ বহু জন্ম জন্মান্তরের পরে এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মলাভ হইয়াছে। জন্মগ্রহণ কালেও মাতৃগর্ভে দশমাস কাল যে প্রকার অনন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় তদ্বিষয়েও শ্রীমদ্ভাগবতের ৩.৩১।১-২৮ সংখ্যা আলোচ্য।

১৫। বহির্ম্মুখ ও নাস্তিক লোকের পক্ষে মৃত্যুর কোনও প্রতিকার নাই। কৃষ্ণ ভক্তগণই মৃত্যুর প্রতিকার করিতে সমর্থ বা ভীষ্মদেবের ন্যায় তাঁহারা ইচ্ছামৃত্যুও বরণ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ চরণে একান্তভাবে শরণাগতিই মৃত্যু হইতে ত্রাণ লাভের উপায়।

১৬। আসন্ন মৃত্যু জানিবামাত্রই ভগবানকেই একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা জানিয়া তাঁহাতেই শরণাগত হইতে হইবে। ভগবান বলিয়াছেন,—

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

(গীতা ৯।৩১)

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত কখনই বিনাশ হইবে না। আমিই রক্ষা করিব। রাখে হরি মারে কে, ইহা বিশ্বাস করা দরকার।

১৭। মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হইয়া পরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় গঙ্গাতীরে বা বিষ্ণুতীর্থে সাধুসঙ্গে একমাত্র হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য। খট্টাঙ্গ রাজার মাত্র একমুহূর্ত্ত পরমায়ু জানিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ হরিতে শরণাগত হইয়া হরিধাম প্রাপ্ত হন।

১৮। নশ্বর জড় শরীরকেই মূর্খ ও শূদ্রগণ তাহাদের পুত্র-কন্যা ও পতি-পত্নী মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। উক্ত জড়দেহ বিনষ্ট হইলেই তাহাদের আত্মীয় বন্ধু বিনষ্ট হইল, এইরূপ ভ্রম বশঃতেই শোকে অভিভূত হয়। কিন্তু পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণগণের উহাতে কোনও প্রকার শোক মোহ হয় না। যথা প্রমাণ—

ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি। (গীতা ২)

১৯। শোক মোহ ভয়মুক্ত মহাপুরুষও ভক্তের কৃপাতেই শোক শান্তি হয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্র বিয়োগ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব উক্ত মৃত পুত্রের মুখে যে তত্ত্বজ্ঞানের কথা উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস গোষ্ঠীর শোক শান্তি হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উক্ত প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২০। মানুষের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট অভাব অশান্তি ও রোগ-শোকাদির মূল কারণ হইতেছে কৃষ্ণ বিমুখতা, ভোগোন্মত্তা, ধর্ম্ম-হীনতা নাস্তিকতা, অজ্ঞানতা, কুটিলতা, কপটতা ও শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষ রূপ অপরাধ হইতেই মানবের যাবতীয় ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে—

সেই দোষে মায়া পিশাচি দণ্ড তারে করে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে তারে জারি মারে॥ (চৈঃ চঃ)

২১। শান্তিময় ও শান্তিদাতা একমাত্র ভগবানের কৃপাতেই মানবগণ শাশ্বতশান্তি, নিত্যশান্তি বা চিরশান্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে শান্তিলাভ হইবে না। যথা গীতায় প্রমাণ—

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসিশাশ্বতম্।
(গীতা ১৮।৬২)

২২। নিত্যশান্তি, বাস্তব স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বরাজ, নিত্য পরমানন্দ বা চিরশান্তি লাভ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিশ্বের সমাজনেতা বা জননায়কগণ যে সকল পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ ও বিপরীত পন্থা। ঐ সকল পন্থাবলম্বন করিলে আরও অধিকতর অভাব, অশান্তি, পরাধীনতা ও অসংখ্য ক্লেশরাশি পরিবর্দ্ধিত হইতেই থাকিবে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। কাজেই বিশ্বের মানব, অতিমানব,

মহামানবগণের ঐ সকল ভ্রমপূর্ণ অর্ব্বাচীন মত সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানের উপদেশানুসারে তাঁহাতে শরণাগত হইলেই শাশ্বতশান্তি বা চিরশান্তি লাভ হইবেই, ইহাই নির্ভুল পন্থা। যথা গীতার প্রমাণ—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুনতিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারতা।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসিশাশ্বতম্ ॥

( গীতা ১৮।৬১-৬২ )

অর্থ—যে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় জীবগণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, সেই পরমেশ্বরের চরণেই সম্পূর্ণ শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপাতেই শাশ্বত শান্তির স্থান ( স্বরাজ ) নিত্যকালের জন্যই লাভ হইবে। পুনরায় আর কোনকালে বা কোনও যুগেও দুঃখ, ভয়, মৃত্যু প্রভৃতি কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।

২৩। কোনও কারণেই আত্মহত্যা করা কর্ত্তব্য নহে। আত্মহত্যা দ্বারা কখনই শান্তি হয় না, দুঃখ কষ্ট ও নরক যন্ত্রণাই বৃদ্ধি হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতক কারণ ( চরিতামৃত ) ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের বা অপরের দেহ নষ্ট করা মহাপাপেরই কার্য্য। উহাতে নরহত্যার অপরাধে দণ্ডিত হইতে হয়। জেলখানার কয়েদী যদি কৃত্রিম উপায়ে পালাইবার চেষ্টা করে, তাহার যেমন কারাদণ্ড বাড়িয়াই যায়,—সেইরূপ যাহারা কৃত্রিম উপায়ে দেহ নষ্ট করিবার চেষ্টা করে বা আত্মহত্যা করে তাহাদেরও দুঃখ যন্ত্রণা বাড়িয়াই যায়, শান্তি হয়

না। অদূরদর্শী, ভবিষ্যৎ চিন্তাহীন মূর্খ মানবগণ সংসারের ক্লেশ ভোগে অসহিষ্ণু হইয়া মনে করে, দেহত্যাগ বা আত্মহত্যা করিলেই বোধহয় ক্লেশ দূর হইবে বা শান্তি হইবে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভ্রমপূর্ণ। স্থূল শরীর বিনষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম শরীরেই নিশ্চয় যন্ত্রণা ভোগ হইবে। দূরদর্শী, ভবিষ্যৎ চিন্তাশীল জ্ঞানী মানবগণ সংসার ক্লেশে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হইয়া একান্ত-ভাবে আর্ত্তিব্যাকুলতার সহিত হরিভজন করেন। যাবতীয় বিলাস, বাসন, সংসারচিন্তা, ভোগ-পিপাসা, তামসিক আহার ও নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া চব্বিশ ঘন্টাই ঈশ্বরাধনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, এই প্রকারে দেহত্যাগ করিতে পারিলেই মানবজীব নধন্য হয় ও সার্থকতা মণ্ডিত হইয়া থাকে। আর আত্ম-হত্যাকারী মানবগণের দুঃখপূর্ণ নরক গতিই লাভ হইয়া থাকে।

২৪। অনেকে নিরাকার ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইয়া যাইতে পারিলেই শান্তি হইবে বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বিলীন হইয়া গেলে জীবের আর অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, জীবের অস্তিত্বই যখন থাকিল না তখন কে আর শান্তি ভোগ করিবে?

২৫। ভোগীর ভোগ করিবার সামর্থ্য বেশীক্ষণ থাকে না। ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল ও অকর্ম্মন্য হইয়া পড়ে, আবার ভোগ্যবস্তুরও অস্তিত্ব বেশিক্ষণ থাকে না, সুতরাং ভোগের দ্বারা কখনই শান্তি হয় না। এ-বিষয়ে মৎকৃত 'শান্তির সন্ধান' পুস্তক অবশ্যই পাঠ করিবেন। প্রচুর ভোগ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও রোগ, শোক, ভয়, জরা, ব্যাধি, স্বজন বিয়োগাদির ক্লেশ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে বলিয়া ধনীরও শান্তি নাই।

২৬। ভোগী মানবেরা ভোগের দ্বারা শান্তি না পাইয়া মনে করে ত্যাগী হইলেই শান্তি হইবে। কিন্তু ত্যাগী হইয়াও যদি উপযুক্ত সাধুসঙ্গ অকৃত্রিম বৈষ্ণব ও সদ্‌গুরুর কৃপালাভ না করিতে পারে, তবে শান্তিলাভের পরিবর্ত্তে সমগ্রজীবন দুঃখময় হইয়া থাকে।

২৭। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্তভাবে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্তই জীবের জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কৃষ্ণ প্রাপ্তিই যাবতীয় ক্লেশ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে শান্তির সন্ধান, গীতার প্রমাণ সকল দ্রষ্টব্য।

২৮। জড় দেহেরই জন্ম-মৃত্যু হয় জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। জড় শরীর ধারণ করার নামই জন্ম, জড় দেহ পরিত্যাগ করার নামই মৃত্যু, ইহাই জন্ম-মৃত্যু রহস্য।

২৯। জীব সচ্চিদানন্দময় সাকার বস্তু। সেই জীব বদ্ধ ও মুক্তভেদে দুই প্রকার। জীব নশ্বর নহে, অবিনশ্বর, নিত্য বা সনাতন।

৩০। যেকালে আর কোন অশান্তি থাকে না তাহাকে পরকাল বা শ্রেষ্ঠকাল বলে। পরলোক বলিতে নিত্য সুখময় বৈকুণ্ঠাদি ধামকেই জানিতে হইবে। স্বদেশ শব্দের অর্থ নিজের দেশ। যে দেশ আর কখনই ছাড়িতে হয় না, আর যে দেশ বিশ পঞ্চাশ বা শতবৎসর মধ্যে ছাড়িয়া মরিয়া যাইতে হয় তাহাকে স্বদেশ বলিলে অত্যন্ত মূর্খতা হয়। শব্দ অর্থবোধের অভাব ও অদূরদর্শিতা হইতেই মানবগণ পান্থশালার ন্যায় অনিত্য সংসার-কারাগারকেই স্বদেশ বা স্বগৃহ বলিয়া কল্পনা করে। প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ হইলে আর ঐরূপ মূর্খতা থাকেনা। 'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি' উহাই মানবের স্বদেশ।

৩১। এই জগৎ জীবের পক্ষে বন্দীশালা, জেলখানা বা কারাগার সদৃশ। যথা—

মায়িক জগৎ হয় জীব কারাগার
জীবের বৈমুখ্য দোষে দণ্ড প্রতিকার ॥

জগন্নাথ, জগদীশ্বর, জগৎ-পিতা একজন নিশ্চয়ই আছেন। নচেৎ জগৎ চলিতেই পারেনা। সেইজন্য বেদাদি সকল শাস্ত্রেই একমাত্র শ্রীহরিকেই জগৎপিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদ্যাবন্তে চ মধ্যে চ সর্ব্বত্র গীয়তে হরি ॥

৩২। জগতে পাঁচ প্রকার মানব আছে অর্থাৎ মানব পঞ্চ-প্রকার। (ক) নিরীশ্বর অনৈতিক পশুস্বভাব মানব। (খ) কেবল নীতিপরায়ণ ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত মানব। (গ) সেশ্বর নৈতিক মানব। (ঘ) সাধক ভক্ত মানব। (ঙ) সিদ্ধমহাত্মা, প্রেমিকভক্ত বা মুক্তমানব। এই প্রেমিকভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব।

৩৩। পশুগণ ঈশ্বরাধনা করিতে পারেনা, কিন্তু মনবগণ ঈশ্বর উপাসনা করিতে পারে, সেইজন্যই পশু অপেক্ষা মানবগণই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মহীন নর পশুর সমান, অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনা রহিত মানবগণই নরপশু নামে অভিহিত হয়। যথা প্রমাণ—

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥

অর্থ—যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা লইয়া বিষ্ণুপূজা করেনা তাহারাই নরপশু। তাহাদের জীবনধারণই বৃথা।

৩৪। ঈশ্বরোপাসনা বা হরিভজন করাই মানুষ মাত্রেরই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পশুরা তাহা পারেনা। কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে

আইনু। হরিভজন না হইলে সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াও অন্তকালে নরকে পড়িতেই হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য। ৩৫। একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা বা হরি ভজনেয় দ্বারাই মানবজীবন সার্থক হয়, নচেৎ জীবনধারণ নিরর্থক হয়।

৩৬। মানুষ যদি হরিভজন না করে তবে বাঁচিয়া থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয়। কারণ নাস্তিক মানবগণ যে সকল পাপ ও ঋণ সঞ্চয় করিতে থাকে তাহার ফলে তাহাদের নরক যন্ত্রনা বাড়িয়াই যায়।

৩৭। সেইজন্য হরিবিমুখ নাস্তিক ও অসুর স্বভাব মানবগণকে অন্ন-বস্ত্র ঔষধাদি দ্বারা যাহারা বাঁচাইয়া রাখে তাহারা নিশ্চয়ই সমাজের পরম শত্রু। কারণ ঐসকল অসুরস্বভাব মানবকুল নিরন্তর চৌর্য্য, লাম্পট্য, দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাদি দ্বারা সমাজের অনিষ্ট ও অপকারই করিয়া থাকে। অতএব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আস্তিক, ঈশ্বরোপাসনাপরায়ণ দৈব প্রকৃতির মানবগণকেই বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যাবতীয় সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তাহাতে সাহায্যকারীও মানব সমাজের কল্যাণ ও উপকার হয়।

৩৮। মানবের গুণ কর্ম্মাদি বিভাগ দ্বারা ভগবান স্বয়ংই জাতিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ( গীতা ৪।১৩ ) এই বিধান না মানিলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশান্তি দেখা দিবে। কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় হয় না, গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব দ্বারাই বর্ণ নির্ণয় হইয়া থাকে। এইরূপ দৈব-বর্ণাশ্রম স্বীকার দ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়। কৃত্রিম সাধু, কৃত্রিম গুরু, নকল অবতার, নকল ভগবান, ভণ্ড বুজরুক্ প্রভৃতি চিনিতে ও জানিতে না পারিলে মানবজীবনে বিশেষ ক্ষতি হয়। শাস্ত্র প্রামাণাদি দ্বারা উহাদিগকে চিনিতে পারা যায়,

যেমন কষ্টি পাথরে মেকী সোনা ধরা পড়ে, সেইরূপ শাস্ত্র লক্ষণেই বুজরুক্ ধরা পড়ে। কিন্তু তাদৃশ শাস্ত্র-জ্ঞানহীন সহস্র সহস্র উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকেও বর্ত্তমানে উহারা হিপ্‌নোটীজম, মেসম্যারিজাম্ বা বশীকরণাদি দ্বারা বিপথগামী করিতেছে। বিশেষ সুকৃতি সৌভাগ্য না থাকিলে খাঁটী সাধু ও নিষ্কপট বিষ্ণু ভক্তগণকে চিনিতেও পারা যায় না। পাপীষ্ঠ নরগণই নকল সাধু ও নকল অবতারের পূজা করে।

৩৯। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতরণমিতি-অবতারঃ। অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম হইতে যে বিষ্ণুপরতত্ব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন তাঁহাকেই অবতার বলে। কোন্ কোন্ যুগে কে কে অবতার হইবেন, বেদ পুরাণে তাহার উল্লেখ আছে।

৪০। সেইসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া গণ ভোটের দ্বারা কখনই ভগবান বা অবতার নির্ণয় হইবে না। পৃথিবীর সমগ্র লোক ভোট দিলেও না। গীতাশাস্ত্র বলেন,—বহু জন্মান্তর পরে যে জ্ঞানবান ব্যক্তি একমাত্র বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণেই শরণাগত হন ও সর্ব্বত্রই বাসুদেব দর্শন করেন তিনিই মহাত্মা, মহাজন, পরমহংস বা মহাপুরুষ, কিন্তু সেই মহাত্মা সুদুর্ল্লভ ( গীতা ৭।১৯ ) আর সুদুরাচার ব্যক্তি ও যদি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়, তাঁহাকেই প্রকৃত সাধু মহাত্মা বলা যায়। ( গীতা ৯।৩০ )।

৪১। কলিযুগে বুদ্ধদেব কল্কিদেব ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কোনও অবতার শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই কলিযুগে তাঁহার গুণমহিমা ও দয়ার অন্ত নাই। এমন দয়াল অবতারেও যুগাবতার পূজায় যাহারা বিমুখ থাকিয়া গেল,

তাহারাই দুর্ভাগা। সেইসকল দুষ্কৃতিগণই অন্যান্য নকল অবতারও কৃত্রিম ভগবানের পূজা করে।

৪২। ভগবান একজন তিনিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান বহু নহে। তবে দেবতারা অনেক। বহ্বীশ্বরবাদ সত্য নহে।

৪৩। মানবগণ বা দেবতাগণ কখনই নারায়ণ বা ভগবান হইতে পারিবে না। তাঁহারা সকলেই ভগবানের ভৃত্য বা দাস। নারায়ণ কখনই দরিদ্র হন নাই, হবেনও না কাজেই "দরিদ্রনারায়ণ শব্দই নিরর্থক।"

৪৪। মেস্‌মেরিজাম্, হিপ্‌নোটীজাম্, থট্‌রীডিং, জ্যোতির্বিদ্যা, যোগসিদ্ধি, ইন্দ্রজাল, ভূতসিদ্ধি, পিশাচসিদ্ধি, যাদুবিদ্যা, বশীকরণ ইত্যাদি অভ্যাসপূর্ব্বক চমকপ্রদ অলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপাদি দেখাইয়া বহু উচ্চশিক্ষিত নামজাদা ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত করিয়া শিষ্য করিতে পারিলে বা বহু রমণীর বল্লভ হইতে পারিলেও তাহাকে কখনই অবতার ভগবান, সাধু, গুরু বা মহাপুরুষ বলা যাইবে না।

৪৫। অজিতেন্দ্রিয় কামাসক্ত মায়াবদ্ধ জীবকে গুরু বলিলে বা মানুষকে ভগবান বলিলে দোষ হয় ও ভগবানের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হয়।

৪৬। ভগবান বা নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তাঁহাতে দরিদ্রতা নাই। নারায়কে ভুলিয়াই জীবের দারিদ্র্য দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। নারায়ণে শরণাগত হইলেই জীবের দরিদ্রতা বা দারিদ্র দুঃখ দূর হইতে পারে।

৪৭। ভগবান কখনই মানুষের মত রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করেন না বা মায়া মিশাইয়াও আসেন না। (গীতা ৪।৯ শ্লোক

দ্রষ্টব্য ) ভগবানের জন্ম-মৃত্যু বা দেহদেহী ভেদ নাই। শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র বা গৌরাঙ্গদেব দেহত্যাগ করেন নাই। জড় চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন হয় না। জড় বিজ্ঞান পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, যথা গীতা ৯।১১, ৪।৬, ৭।১৫, ১১।৫৩ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভগবান আরও গীতায় বলিয়াছেন যে যাহারা পাপীষ্ঠ, নরাধম, মূঢ়, ও অসুর স্বভাব নর তাহারাই আমাকে ঐরূপ মনুষ্য মনে করিয়া আমাতে শরণাগত হয় না। ( গীতা ৭।১৫ )

১৮। অতএব ভগবান বা পরব্রহ্ম কখনই পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া জীবের ন্যায় ক্লেশ ভোগ করেন না। যথা—মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ( চরিতামৃত )

৪৯। পিতামাতা ব্যতীতও ভগবান জন্মগ্রহণ করিতে বা অবতীর্ণ হইতে পারেন, কিন্তু জীবে বা মানুষে তাহা পারে না। ভগবান প্রহ্লাদকে রক্ষার জন্য স্ফটিকস্তম্ভ হইতে অবতীর্ণ হন। সেখানেও পিতামাতার প্রয়োজন হয় নাই। গজরাজকে উদ্ধারের জন্য সুমুদ্র বক্ষে গরুর বাহনে অবতীর্ণ হন। এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র প্রাণ আছে যে তিনি পিতামাতা ব্যতীতই অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু মূঢ়, নরাধম অসুরগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে মানুষের ন্যায় রক্ত মাংসের শরীরধারী বলিয়া মনে করিয়া অপরাধ বশতঃ নিরয়গামী হয়। যথা—গীতায় প্রমাণ—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরং ভাবম জানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ( গীতা ৯।১১ )

অর্থ—আমিই যে সর্ব্বভূতের মহেশ্বর আমার এই অপ্রাকৃত পরম ভাব মূর্খ নরগণ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে জন্ম-মরণশীল মানুষের ন্যায় জড় শরীরধারী জীব মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়া

থাকে। **যে মূর্খ জীব ও ঈশ্বরকে সমান বলিয়া মনে করে, সে পাষণ্ডী যমদণ্ড্য বা নারকী হয়।** যথা—

সেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥ (চরিতামৃত)

৫০। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকলের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে 'জীবেশ্বরবাদ' সত্য নহে যথা—

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মহেশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥ (চরিতামৃত)

৫১। দেবদেবীগণও ভগবান নহেন। তাঁহারা সকলেই ভগবানের আজ্ঞাবাহী কিঙ্কর মাত্র। এমন কি পদ্মযোনী ব্রহ্মা ভগবানের পুত্র হইয়াও কোন দিনই ভগবানের আসন অধিকার করিতে পারিবেন না বা ভগবান হইতে পারিবেন না, সুরপতি ইন্দ্র স্বয়ং দেবরাজ হইয়াও কোনদিনও ভগবানের আসনে বসিতে পারিবেন না বা ভগবান হইতে পারিবেন না ক্ষুদ্র জীব ত দূরের কথা।

৫২। দেবতারা কেহই সর্ব্বশক্তিমান নহেন। একমাত্র ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বশক্তিমত্তা একমাত্র ভগবানেতেই সম্ভব। দেবতাগণ ভগবানের কৃপাতেই এক-একজন এক-একপ্রকার শক্তির অধিকার লাভ করিয়াছেন, কেহ সৃষ্টিশক্তি কেহ সংহারশক্তি ইত্যাদি।

৫৩। সকল দেবতাই সমান ফলদানে সমর্থ নহেন, কেহ বিদ্যাদানের অধিকারী, কেহ ধন দান করিতে পারেন, কেহ বা জলদান করিবার অধিকারী। কেহ ব্যাধি নিবারণ করিতে পারেন, এইপ্রকার এক-একজন দেবতাকে ভগবান এক-একটি বস্তু দানের

ক্ষমতা বা অধিকার দিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে আধিকারীক দেবতা বলা হয়। কিন্তু ভগবান সকল বস্তুই দিতে পারেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

অকাম সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম উদারধী।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

মানুষ নিষ্কাম হউক বা সর্ব্বকামনাই থাকুক বা মুক্তি কামনাই থাকুক, তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা একমাত্র বিষ্ণু আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু পরম পুরুষ ভগবানই জীবের সর্ব্বকামনা পূরণে সমর্থ। অন্য কেহ তাহা পারেন না।

৫৪। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে পরীক্ষার জন্য দেবতাগণ একসময়ে ভৃগু মুনিকে পাঠাইয়াছিলেন, ভৃগু মুনি পরীক্ষা করিয়া শ্রীবিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করেন। এই আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮৯ অধ্যায় আলোচ্য।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণই মূল ভগবান বা পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব কেহ নাই বা কিছুই নাই, যথা গীতার প্রমাণ—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণি গণাইব ॥ (গীতা ৭।৭)

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে (শ্রীকৃষ্ণ হইতে) শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আর কিছুই নাই। সূত্রে মুনিগণের ন্যায় সমুদয় জগৎই বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে। নিরাকার ব্রহ্মেরও আমিই প্রতিমাস্বরূপ অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিনাঞ্চ সর্ব্বশঃ ।১০।২ অর্থাৎ আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) সকল দেবতাগণের ও সকল মহর্ষিগণেরও আদি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উপদেশ—

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ )

যথা ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৫।১

যথা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ—

এতেচাংশ কলাপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। ( ভাঃ ১।২।১১ )

জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকাশ—

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ চৈঃ চঃ ২।২০

ব্রহ্মাশিবাদি শ্রীকৃষ্ণেরই গুণাবতার যথা—

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তিনের অধিকার ॥ চৈঃ চঃ ২।২০

অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বগণ কেহ পূর্ণ, কেহ পূর্ণতর, কিন্তু একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবান।

অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বগণ কেহ পূর্ণ, কেহ পূর্ণতর, কিন্তু একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবান।

এক কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম ॥ চৈঃ চঃ ২।২০

৫৬। যে কোনও দেবদেবীর উপাসনা দ্বারা কখনই ভগবানকে লাভ করা যায় না। এ বিষয়ে গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তিমদ্ যাজিনোঽপিমাম্।

গীতা ৯।২৫

দেবোপাসকগণ দেবলোকে গমন করেন, পিতৃব্রতাগণ পিতৃলোক গমন করেন, ভূতপূজক ( জীবসেবক ) গণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন। গীতায় আরও প্রমাণ যথা—

অন্ত বত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্প মেধসাম্।
দেবান দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তিমামপি ॥

( গীতা ৭।২৩ )

অনিত্য ফলের আশায় অল্প মেধা বা মুর্খগণই অন্য দেবতাগণের উপাসনা করে, দেবতাগণের প্রদত্ত ফল অন্তবৎ অর্থাৎ অনিত্য। কিন্তু আমার ভক্তগণ নিত্যকালের জন্য আমাকেই প্রাপ্ত হন। এতএব সকলেই একস্থানে যাইবে না।

৫৭। শাস্ত্র বলেন,—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।

অর্থাৎ—অন্য সকলপ্রকার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
**শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥**

৫৮। গীতাশাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই আরাধনার উপদেশ আছে। যথা—গীতার সর্ব্বগুহ্যতম শ্লোকের উপদেশ—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তোমদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসিমে॥
সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি আমার অতীব প্রিয় বলিয়াই তোমার প্রকৃত মঙ্গলের কথা বলিব। তুমি আমাকেই চিন্তা কর, আমারই সেবা কর, আমারই ভক্ত হও, আমাকেই পূজা কর, আমাকেই নমস্কার কর, তাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই ইহা আমি সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ, তাপ, দুঃখ, দৈন্য হইতে নিশ্চয় মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

এইপ্রকারে ভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া নিখিল জীবের পরম মঙ্গলের জন্যই সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার, সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু মূঢ়, দুষ্কৃতি, নরাধম ও অসুর প্রকৃতির মানবগণ ইহা গ্রহণ করিতে না পারিয়া জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ ভোগ করে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই সাকার উপাসনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

৫৯। গীতায় অন্য দেবদেবীর উপাসনার তাদৃশ সমর্থন নাই। অধিকারী বিশেষের জন্য কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ আছে। যাহারা অত্যন্ত কামুক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার দাস তাহারাই অন্য দেবোপাসনা করে। যথা—গীতা ৭।২০

৬০। কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব হয় না অথবা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে না তদ্বিষয়ে ভগবান স্বয়ংই গীতাই বলিয়াছেন, যথা—

নমাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃত জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ (গীতা ৭।১৫-১৬)

যাহারা পাপীষ্ঠ মূঢ় নরাধম মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও অসুর স্বভাব বিশিষ্ঠ এই পাঁচ প্রকার দুষ্কৃতি ( পাপিষ্ঠ ) নর আমার ভক্ত হয় না বা আমার শরণাগত হয় না। আর যাহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এইপ্রকার চারি শ্রেণীর নর যদি সুকৃতিবান ( পাপমুক্ত ) হয়, তাহারা আমার ভজন করে।

৬১। (ক) কর্ম্মীর সম্বন্ধে দেহমন, অভিধেয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রয়োজন—

কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু।

(খ) জ্ঞানীর সম্বন্ধ নিরাকার ও নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, অভিধেয় জ্ঞান বৈরাগ্যাদি নেতি নেতি সাধন, কনক, কামিনী ও ধাতু দ্রব্যাদি দর্শন, স্পর্শন না করা, প্রয়োজন—নিরাকার ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইয়া যাওয়া বা ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি। গীতা বলেন ব্রহ্মলোক হইতেও পতন হয় যথা—আব্রহ্ম ভুবন্নাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।

গ) যোগীর সম্বন্ধ পরমাত্মা, অভিধেয় আসন, প্রাণায়াম ধ্যান, ধারণা, অষ্টাঙ্গযোগ, সমাধি ইত্যাদি প্রয়োজন ঈশ্বরসাযুজ্য মুক্তি।

ঘ) ভক্তের সম্বন্ধ নির্ম্মল আত্মা, উপাস্য-যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, অভিধেয় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি ও নিরন্তর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন। প্রয়োজন নিত্য গোলক বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যুগল সেবা প্রাপ্তি। উক্ত চারি শ্রেণীর সাধু বা সাধকের মধ্যে ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু এবং ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, কারণ ভগবান ভক্তির দ্বারাই পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া থাকেন, ভক্তের বশভগবান। যথা—প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

( ভাঃ ১১।১৪।২০-২১ )

৬২। জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে ॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ ( চৈঃ চঃ ২।২০ )

৬৩। ভক্তগণের উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা নিত্য। ভক্তগণের সাধনসিদ্ধি উভয়কালেই পূজ্য, পূজক, পূজা, আরাধ্য, আরাধনা, আরাধক, উপাস্য, উপাসক, উপাসনা নিত্যকালেই থাকিবে। দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন কোনকালেই লোপ হইবে না।

৬৪। এক শ্রেণীর ধর্ম্মসম্প্রদায় বলেন যে উপাস্য, উপাসক, উপাসনা, সেব্য, সেবক, সেবা, আরাধ্য, আরাধক, আরাধনা, দৃশ্য, দ্রষ্টা, দর্শন থাকিবে না চরমে ত্রিপুটী বিনাশ হইবে। উপাস্য বস্তুর সহিত উপাসক মিশিয়া গেলে বা বিলীন হইয়া গেলে আর উপাসনা থাকিল না—দৃশ্য, স্রষ্টা দর্শনও লোপ হইল। কিন্তু বেদ বলেন—তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। সূরীগণ নিত্যকালই সেই

বিষ্ণুর পরম দর্শন বা সেবা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে দৃশ্য, দ্রষ্টা, দর্শন নিত্যকালই থাকিবে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। ইহা যাঁহারা মানেন না তাঁহারাই বেদ বিরোধী সম্প্রদায়। জীব ও ঈশ্বর নিত্যবস্তু, কাজেই জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হইতে পারে না।

৬৫। জীবের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি ও হরিবিমুখতা দূর করাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই প্রকৃত জীবে দয়া করা হয়, পূর্ব্বোক্ত ৩৬।৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। জীবের যাবতীয় দুঃখ, শোক, অভাব, অশান্তি, জরাব্যাধি প্রভৃতি ক্লেশের একমাত্র কারণ হরিবিমুখতা বা নাস্তিকতা, সেই জীবকে পরমার্থ উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরে শরণাগত করাইতে পারিলেই জীব নিত্য পরমানন্দ বা চিরশান্তি লাভ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত জীবের দুঃখ দূর করিবার অন্য কোন উপায় নাই। অতএব হরিকথা ও হরিনাম প্রচার দ্বারাই প্রকৃত জীবে দয়া করা হয়। উহাকেই প্রকৃত পরোপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকার বলে।

৬৬। মানবজাতির বিদ্যা, বুদ্ধি পাণ্ডিত্য, মেধা, চিন্তাশক্তি বিজ্ঞানচর্চ্চা, বলবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা, শাস্ত্রশিক্ষা যাবতীয় অর্থবিত্তাদি এবং পরমায়ু যদি সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হয় তবেই ঐসকল সার্থকতা মণ্ডিত হইয়া থাকে। আর তাহা না হইলে ঐসকল নিষ্ফল ও পণ্ডশ্রম হইয়া যায়। আরও চরমে জীবের দুঃখ কষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে।

৬৭। যাঁহারা দেশে, ধর্ম্ম, নীতি, পরমার্থ ও হরিনাম প্রচার দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন ও প্রত্যেক জীবের উদ্ধার সাধনের যত্ন করেন, তাহারাই প্রকৃত দেশবন্ধু বা দেশপ্রিয়। ইহার

বিরোধী ব্যক্তিরাই দেশের বা সমাজের পরম শত্রু এবং বিশ্বধ্বংসের কারণ।

৬৮। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যদা বেদেষু দেবেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষ সবা আয়ু বিনষ্যতি ॥

অর্থাৎ—যখন মানবগণ বেদে, দেবতায়, গোবিপ্রে, সাধুতে, ধর্ম্মে এবং ভগবানে হিংসা-বিদ্বেষ পরায়ণ হয়, তখনই বিশ্ব ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহা ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন। বিশ্ব-বিপ্লব বা বিশ্ব-ধ্বংসের উহাই মুল কারণ। সিনেমার অশ্লীল চিত্রদর্শন ও রেকর্ডের অশ্লীল গীতাদি শ্রবণ করিলেও সমাজ ধ্বংস হইবে।

৬৯। গীতার ৩।১২-১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যাহারা খাদ্যবস্তু দেবতাকে নিবেদন না করিয়াই নিজে ভোগ করে তাহারাই চোর। আর যাহারা বিষ্ণুর ভোগের উদ্দেশ্যে রন্ধনাদি করে না, নিজে নিজে ভোজন করিবার জন্যই অন্নাদি পাক করে তাহারাই পাপভোজী। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কিছু আহারাদি করিবে, তাহা সমস্তই আমাকেই ( শ্রীকৃষ্ণকেই ) সমর্পণ করিবে। গীতা ৯।২৭ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। কিন্তু মূঢ় নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞানা ও অসুরস্বভাব এই চারি শ্রেণীর দুষ্কৃতি ( পাপীষ্ঠ ) লোকেরাই আমাকে ( শ্রীকৃষ্ণকে ) মানেনা বা প্রপন্ন হয় না ( গীতা ৭।১৫ )

৭০। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করেনা, তাহাদিগকেই শ্রীমদ্ভাগবতে কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভাদি পশুর সমান মানব বলিয়াছেন। অর্থাৎ উহারাই নরপশু বা নরাকৃতি পশু। যথা প্রমাণ—

শ্ববিড্ বরা হোষ্ট্র খরৈং সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ ॥
( শ্রীমদ্ভাগবত ২।৩।১৯ )

৭১। মহর্ষি মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ বলেন,—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তারক্ষতি যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে চ সুতৌ রক্ষেৎ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমাপ্নুয়াৎ ॥
( মনুস্মৃতি )

স্ত্রীলোকদিগকে কৌমারে পিতা রক্ষা করিবেন, যৌবনকালে স্বামী রক্ষা করিবেন, বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করিবেন, অতএব স্ত্রীলোক-দিগের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা নাই। মূল্যবান ধনরত্নাদি যেমন গোপনে সংরক্ষণ না করিলে লোভী, চোর, দস্যুগণ অপহরণ করে। সেইরূপ স্ত্রীরত্নদিগকেও পিতামাতা ও ভর্ত্তাগণ সর্ব্বদা গৃহাভ্যন্তরে প্রাচীনকালের মতই সংরক্ষণ করিবেন। ইহাতে অবহেলা করিলে বিপদাশঙ্কা ও অশান্তির সম্ভাবনা। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগেই রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল। এখনও রাবণের ন্যায় অসংখ্য রাক্ষস অসুরগণ চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। স্ত্রীলোকদের সহিত উপযুক্ত রক্ষক না থাকিলেই তাহারা আক্রমণ করিতে পারে। আর স্বাধীনতার অজুহাতে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যদি সমাজে নৈতিক অবনতি দেখা দেয়, তাহা হইলে আরও নানাবিধ ঘোরতর অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে ও সমাজের ধ্বংস অনিবার্য্য। অতএব হিন্দু বাঙ্গালী ভাই সাবধান। আমাদের ত্রিকালজ্ঞ মুণিঋষিগণ সমাজের ভাবীমঙ্গল চিন্তা করিয়াই ঐরূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, উহা অবমাননা করা কখনই

কর্ত্তব্য নহে। কি কি কারণে সমাজের ধ্বংস হইতেছে? উত্তর শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭২। সামান্য সামান্য কারণেই পতিপত্নীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে স্বামী যদি হরি, গুরু, বৈষ্ণব বিদ্বষী নাস্তিক হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করায় দোষ হয় না। অসুর স্বভাব, নাস্তিক, মদ্যপায়ী, চরিত্রভ্রষ্ট, দুরাচার পরায়ণ ব্যক্তিকেও পরিত্যাগের বিধি আছে, যেহেতু ঐরূপ সংসর্গে স্ত্রীলোকদেরও ইহকাল পরকাল বিনষ্ট হয়। ঈশ্বর বিদ্বেষী নাস্তিক স্বামীর সংসর্গ দ্বারা ইহকালেও অশান্তি পরকালেও ঘোরতর নরকযন্ত্রণাই লাভ হইয়া থাকে। আবার সহধর্ম্মিণীও যদি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহায়কারিনী না হইয়া ব্যভিচারিনী হন বা হরি, গুরু, বৈষ্ণব সেবার প্রতিকূল হন—তাঁহাকেও পরিত্যাগ করায় দোষ হয় না। পতিপত্নী উভয়েই পরমপতি গোবিন্দের আরাধনার উদ্দেশ্যই সংসারে মিলিত হইয়া থাকেন। কেবলমাত্র ইন্দ্রয়জ সুখের জন্য নহে।

৭৩। প্রাচীন ভারতে আর্য্য রমণীগণ সৎ পতির আনুগত্যে থাকিয়া আমরণ পর্য্যন্ত যে স্বামী সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, সেই আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে স্বামীর চিতায় দেহপাত না করিয়া যদি পরমস্বামী গোবিন্দ আরাধনার জন্য পবিত্রভাবে জীবনধারণ করিয়া তীব্র ভক্তিযোগ সহকারে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে একান্তভাবে হরি আরাধনা করা যায় তাহাতেই অধিকতর লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু হরি ভজনের প্রবৃত্তি না থাকিলে স্বামীর সহমরণে গমন করাই ভাল।

৭৪। পিতা, মাতা, গুরু, স্বজন বান্ধবগণ যদি হরি গুরু বৈষ্ণব বিদ্বেষী হন বা হরিগুরু বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধী হন, তাহা

হইলে তাঁহাদের দুঃসঙ্গ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ আশ্রয় করিয়া ও সদ্‌গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া একান্তভাবে হরি আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, যেমন প্রহ্লাদ পিতাকে, মহারাজ ভরত কৈকেয়ী জননীকে মহারাজ বলী গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিদুর স্বজন-বান্ধবগণকে, বিভীষণ তদীয় ভ্রাতা রাবণকে ও গোপীগণ গোপ পতিগণক পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দে শরণাগত হইয়াছিলেন। আবার যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণও স্বামীগণের নিষেধ ও বাধা না মানিয়া কৃষ্ণ সেবায় আত্মসমর্পণপূর্ব্বক ভক্তিবলে গোবিন্দচরণ লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ আদর্শ গ্রহণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সদ্ গুরুকে কখনই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। **সাক্ষাৎ নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় সদ্‌গুরু পাদপদ্মে যাহারা স্বীয় দুর্ভাগ্য ও অপরাধ-বশতঃ দোষ দর্শণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই গুরুত্যাগী, গুরুলঙ্ঘনকারী ও অপরাধী।** পরবর্ত্তীকালে কতকগুলি ব্যক্তি ঐরূপ অপরাধ বশতঃ নিদারুণ কষ্টভোগের পর অতিদুঃখে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৭৫। এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্চর্য্য এই যে প্রতিদিন অসংখ্য নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া যম সদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অন্য মানবগণ নিজ নিজ মৃত্যু চিন্তা ভুলিয়া নিরন্তর বিষয়ভোগেই তৃপ্ত হইয়া পরমায়ু ক্ষয় করিতেছে। যথা মহাভারতে—

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যম ঘরে।
শেষে যারা রহে তারা ইহা মনে করে।
আপনারা চিরজীবি না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়।

৭৬। জীব ঈশ্বরের অংশ, সন্তান, শক্তি ও নিত্যসেবক। জীব অবিনশ্বর বা নিত্য সনাতন বস্তু, জীবের জন্ম মৃত্যু নাই। জড় দেহেরই জন্ম-মৃত্যু হয়। জীব নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে দুই প্রকার।

৭৭। ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ ধিক্কারী পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলাভ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করাই পরম লাভ ও চরম প্রাপ্তি এবং উহাই মানবের ultimatgoal.

৭৮। কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বলেন,—ব্রহ্মের কোনও রূপও নাই মূর্ত্তিও নাই, তবে সাধকগণ নিরাকার ব্রহ্মে মনস্থির করিতে পারেন না বলিয়াই রূপ কল্পনা করা হয় মাত্র,—"সাধনাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা", কিন্তু মানব জড় মেধা দ্বারা ঈশ্বরের যে সকল মূর্ত্তি বা রূপ কল্পনা করিয়া লয় সেইসকল মানব-কল্পিত বা মিথ্যা মূর্ত্তি কখনই ঈশ্বরের মূর্ত্তি হইতে পারে না, ঐ মূর্ত্তি যখন মনুষ্যজাতির মনগড়া কল্পিত মূর্ত্তি তখন উহা পূজা দ্বারা কখনই ঈশ্বরের পূজাও হইতে পারে না।

৭৯। সম্প্রদায় প্রথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। চোর দস্যুগণেরও এক: একটা সম্প্রদায় বা দল আছে। সতী রমণীগণেরও একটা দল বা সম্প্রদায় আছে বা বারবণিতাগণেরও সম্প্রদায় আছে। সেইপ্রকার সাধুগণেরও সম্প্রদায় অবশ্যই থাকিবে। যাহারা সম্প্রদায় মানেনা তাহারা যথেচ্ছাচারী বা উচ্ছৃঙ্খল, আবার তাহাদেরও একটা সম্প্রদায় আছে। অতএব সৎ সাম্প্রদায়িকতা ও অসৎ সাম্প্রদায়িকতা এক নহে। তবে সৎ সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে এবং অসৎ সম্প্রদায়ের দ্বারা ততোধিক

অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। **সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সম্প্রদায়ের নাম সৎ সম্প্রদায়** ইহার বিরোধী মতাবলম্বী যে সকল দল আছে তাহারাই অসৎ সম্প্রদায়। অপসম্প্রদায় বা উপসম্প্রদায় ইহারাই শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা মানবগণকে বিপথগামী করিয়া থাকে।

৮০। গীতাশাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ-দানের কথা আছে। রাজসিক তামসিক দানাপেক্ষা সাত্ত্বিক দানের ফল ভাল। তদপেক্ষা নির্গুণদানের ফল অতি উত্তম। শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবার নিমিত্ত বা শ্রীহরিনাম প্রচারোদ্দেশ্যে এবং ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহাই জীবের উদ্ধারের কারণ হয়। উহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই। বিষ্ণুভক্তগণই দান গ্রহণের শ্রেষ্ঠ পাত্র, গৃহস্থগণের পক্ষে গুরুবৈষ্ণব ও অতিথিগণকে বিমুখ করিলে দোষ হয়। যথা প্রমাণ—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশা গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতি দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।

যাঁহার গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া যায়, তাঁহাকে অতিথির পাপ গ্রহণ করিয়া পুণ্যদান করিতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

গৃহস্থ হইয়া অতিথি সেবা নাহি করে।
পশু পাখী হইতেও অধম বলি তারে॥

আবার কেহ কেহ যেন অতিথি ভ্রমে চোর, দস্যু, মদ্যপায়ী প্রভৃতি লোককে আশ্রয় না দেন। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

৮১। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর মধ্যে যাহার যে পরিমাণে হরিভক্তি

আছে, তিনি সেই পরিমাণেই শ্রেষ্ঠ। গৃহে থাকিয়াও হরিভক্তি লাভ ও ঈশ্বর প্রাপ্তি হইতে পারে। গৃহে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদি সকলে মিলিয়া পরিপূর্ণরূপে ঈশ্বরাধনা করা বা হরিভজন করার নামই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতে তিন শ্রেণীর গৃহী মানবের কথা আছে। গৃহমেধী, গৃহব্রত ও গৃহস্থমানব। এ বিষয়ে মৎ কৃত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম" পুস্তক অবশ্যই পাঠ্য।

৮২। যে বস্তু যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার ধর্ম্ম। নির্ম্মল জীবাত্মার নিত্যস্বভাব পরমাত্মা ভগবানের সেবাকরা। পিতার সেবা করা যেমন পুত্রের ধর্ম্ম,—সেইরূপ নিত্য পিতা জগৎপিতা জগদীশ্বরের সেবা করাই জীবের ধর্ম্ম। তাহা না করিলে সেবা করাই জীবের ধর্ম্ম। তাহা না করিলে পিতৃদ্রোহীতারূপ অপরাধে জীবের নানাবিধ ক্লেশ হইয়া থাকে। সেইজন্যেই ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধর্ম্মহীন নর পশুর সমান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহাদের বিকৃত ধারণা আছে বা যাহারা ধর্ম্মজ্ঞানহীন নর তাহারাই বলে যে ধর্ম্মই জাতীয় অধঃপতনের কারণ। কিন্তু ধর্ম্মহীনতাই জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রধান কারণ। যিনি গীতা, ভাগবত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ রামায়ণ, মহাভারত, ষড়দর্শন, মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ সদ্‌গুরুর নিকট অধ্যয়নপূর্ব্বক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচারের আদেশ বা সার্টিফিকেট পাইয়াছেন তিনিই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বা ধর্ম্মোপদেশ করিবার অধিকারী। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া যেমন রোগীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেওয়া আইন বিরুদ্ধ কার্য্য, সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন না করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত

প্রকাশ করা অন্যায়, কেবল উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই ধর্ম্মের বক্তা হইতে পারেন না।

সদা সত্য কথা বলিবে, মাতৃবৎ পরদারেষু, মাদকদ্রব্য সেবন করা বড় দোষ, অহিংসা পরম ধর্ম্ম ইত্যাদি শিশুপাঠ্য নীতিগুলিও যিনি জীবনে পালন করেন না, **ধর্ম্ম কথা বলিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বপ্রকার আমীষ ভোজন ও মাদকদ্রব্য বর্জ্জনকারী, জীবে দয়াপরায়ণ, সদাচারনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিই ধর্ম্মোপদেশের অধিকারী।** যাঁহারা জীবনে উক্ত শিশু শিক্ষা নীতিগুলিও পালন করেন না, একাদশী জন্মাষ্টমীতে উপবাসও করেন না, বিষ্ণু আরাধনাও করেন না, একাদশী ব্রতে মাছ মাংস দিয়া ভাত খান, তাঁহারা ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীর বেশ নিলেও তাহাদের মুখে কখনই কোন ধর্মকথা বা ধর্মোপদেশ শুনিতে নাই। মনুষ্যসৃষ্ট বা মানব-কল্পিত ধর্মও ঈশ্বর প্রণীত (ভাঃ ৬ষ্ঠ) সনাতন বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৬।১ শ্লোকে কুমার কাল বা পাচ বৎসর বয়স হইতেই ভগবানের আরাধনা করিবার আদেশ আছে বৃদ্ধকালে চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ হয় না বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের নামে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইয়াছে উহারা অধিকাংশই সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বা বিষ্ণুর উপাসনার বিরোধী মতাবলম্বী। বিশুদ্ধ বিষ্ণু ভক্তির কথা অতি বিরল।

৮৩। কর্ম্মী মিশন, জ্ঞানী মিশন, যোগী মিশন, ভক্তি মিশন, শূদ্র মিশন, বৈশ্য মিশন, ক্ষত্রিয় মিশন, ব্রাহ্মণ মিশন ও বৈষ্ণব মিশনের কার্য্যাবলী সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। তাহা গীতা-ভাগবতে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

৮৪। শ্রীব্যাসদেব, শ্রীনারদ গোস্বামী, ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির ন্যায় আচারবান হইয়া নিজে ষোল আনা হরিভজন করিয়া অপর মানবগণকেও ষোল আনা হরিভজন করাইতে পারিলেই সকল জীবের প্রকৃত উপকার বা কল্যাণ হয়। কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে যদি নিরন্তর ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও হরিনাম প্রচার করা যায় তাহা হইলেই প্রকৃত দেশের কাজ করা হয়। দেশের ও সমাজের প্রকৃত উপকার করা হয়। ভক্তি মিশন বা বৈষ্ণব মিশনের লোকেরাই সর্ব্বজীবের উপকার উদ্ধার সাধনে সমর্থ। গীতায় বলিয়াছেন, দেবোপাসকগণ সেই সেই দেবলোকে যাইবেন। ভূতসেবক বা জনমানবের সেবকরা ভূতলোকে যাইবেন, আর বিষ্ণুর সেবকগণ বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন ( গীতা ৯।২৫ )। কাজেই জীবসেবা শিবাদি দেবতার সেবা ও পরমেশ্বরে সেবার ফল কখনই একপ্রকার হইতে পারে না, শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ লোকেরাই ঐরূপ কথা বলিয়া অজ্ঞ লোকদিগকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাতে অনেক লোক বিষ্ণু উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া জীবের সেবা ও জনমানবের সেবার জন্য কর্ম্মী মিশনে ভর্ত্তি হয়। সব জীবের সেবার ফল এক নহে। কুকুরের সেবা অপেক্ষা গো-সেবার ফল অনেক ভাল। চোর, দস্যু, লম্পট প্রভৃতি পাপিষ্ঠ নরগণের সেবা অপেক্ষা পুণ্যবান মানবের সেবার ফল অধিক। অন্ত্যজ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণাদি মানবের সেবার ফল উত্তরোত্তর অধিক কল্যাণপ্রদ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার সদাচারনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ও ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনাপরায়ণ ব্রাহ্মণের সেবার ফল আরও উত্তম। তদপেক্ষা যাঁহারা একান্ত শরণাগত বিষ্ণুভক্ত শোক, মোহ, কাম, ক্রোধাদি মুক্ত সেই বৈষ্ণবগণের সেবা দ্বারা ভগবান বিষ্ণু

অবিলম্বেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই।

৮৫। গীতার সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য শ্লোকের মর্ম্মানুসারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করাই কর্ত্তব্য, মনুষ্যজাতির মতে না চলিয়া ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিলেই মঙ্গল হয়। দ্বিভুজ-মুরলীধর, নবকিশোর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পূর্ণতম ভগবান, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা তাঁহার অংশ। (চরিতামৃত)

৮৬। ধর্ম্মগুরু বা সদ্‌গুরু কখন নিজেকে বিষ্ণুপরতত্ত্ব বা রাধারমণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করেন না, বা নিজের পায়ে তুলসী গ্রহণও করেন না। তিনি বিষ্ণুমন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র দেন না। বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র দেন না। বৈদিক মন্ত্র ব্যতীত কল্পিত মন্ত্র দেন না। একমাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণোপসনা শিক্ষাদাতা সিদ্ধ মহাত্মা ব্যতীত অপর কাহাকেও সদ্‌গুরু বলা যাইবে না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকেই ভগবান বা অবতার বলিয়া পূজা গ্রহণ করে, সে হিরণ্যকশিপুর অবতার। হিরণ্যকশিপু বলিয়াছিল যে আমার রাজ্যে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ কিছুই বলা চলিবে না, বলিলেই শিরচ্ছেদন হইবে। যাহা কিছু পূজা, ভেটাদি দিতে হয় আমাকেই দিতে হবে। অতএব যেসব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে বিষ্ণুপূজা দেবসেবাদি নাই, একটি মানবমূর্ত্তিই পূজা খাইতেছে, তথায় শ্রীবিষ্ণুর অবমাননা হেতু কোনও প্রসাদাদি গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। উহা আসুরিক মতবাদ। শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় পার্ষদ সিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কাহাকেও পারমার্থিক গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। ঐরূপ সদ্‌গুরুকে পরিত্যাগ করাও মহা অপরাধের কার্য্য ও দোষাবহ। তবে গুরু করণকালে ভুলক্রমে ঐ সকল লঘু ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করা

হইলে তাহা পরিত্যাগে দোষ হইবে না বরং না করিলেই পরমার্থ হইতে চ্যুত হইতে হইবে।

৮৭। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশজন মহাজনের কথা লিখিত আছে। ব্রহ্মা, নারদ, শিব, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্মদেব, বলি মহারাজ, শুকদেব ও যমরাজ, এই দ্বাদশজন মহাজনের উপদেশ মতেই চলিতে হইবে ও ইঁহারা যাঁহার উপাসনা করিয়াছেন সেই বিষ্ণু পরতত্ত্বই একমাত্র উপাস্য বস্তু। ভগবান গীতায়ও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার মতেই চলিবে সেই মুক্ত হইবে, যে আমার মতে চলিবে না সেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। (গীতা ৩।৩১-৩২) অতএব ভগবানের মতও যাহা, মহাজনগণের মতও তাহাই। ভগবানের মত কি তাহা গীতার সর্ব্বগুহ্যতম শ্লোকে (১৮।৬৪-৬৫) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্লোকে স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব অন্য মতের প্রয়োজন কি ? নিতান্ত দুষ্কৃতি ও দুর্ভাগ্য না থাকিলে ইহা সহজেই বুঝা যায়।

৮৮। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন যে,—ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র আরাধ্য, শ্রীহরিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই ভগবান, অতএব মৃত্যুকালে অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীহরিকেই স্মরণ করিবে, তদীয় নামগুণাদি কীর্ত্তন করিবে ও শ্রবণ করিবে, কখনই হরিপাদপদ্ম বিস্মৃত হইবে না। সর্ব্বদাই শ্রীহরিনাম জপ করিবে ও শ্রীহরির আরাধনা করিবে। মানব-

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য একমাত্র শ্রীহরির আরাধনা করা। হরিভজন ব্যতীত সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনে অন্য কোন কর্ত্তব্যই নাই। যাহা দ্বারা হরিভজন বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহাই মানুষের নিষিদ্ধ কর্ম্ম। আর "সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরিকে তুষ্ট করিতে পারিলেই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয়, নচেৎ মানব জীবনের যাবতীয় চেষ্টা যত্ন ও কর্ত্তব্য কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্দের প্রথম অধ্যায় হইতে বিশেষভাবে আলোচ্য।

৮৯।শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—জীব মাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। সেই জীব যখন কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া বিষয় ভোগ বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিলাস করে, তখন ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসার কারাগারে পতিত হয় এবং ত্রিতাপাদি অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। স্বর্গ নরকাদিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় যদি সাধুসঙ্গ বা বৈষ্ণব কৃপালাভ করিতে পারে তখন শুদ্ধভক্তির সাধন করিতে করিতে পুনরায় মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া কৃষ্ণধামে গমন করিতে পারে। সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত জীবের উদ্ধারের অন্য কোনও পথ নাই।

৯০। এক্ষণে গীতা শাস্ত্রের সারশিক্ষা বর্ণিত হইতেছে। সমগ্র গীতা শাস্ত্রের সারশিক্ষা এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরাৎপর তত্ত্ব, পরব্রহ্ম ও সর্ব্ববেদের বেদ্যবস্তু, অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য তত্ত্ব। যে মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া জীবসকল অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছে ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া অন্যের

নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হইলেই এই মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যায়, অতএব অন্যান্য সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই শরণাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা, পূজা, প্রণাম, স্তুতি, বন্দনাদি দ্বারা শুদ্ধ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলেই ভগবান যাবতীয় পাপ-তাপ ক্লেশাদি হইতে মুক্ত করিয়া নিজের সেবায় অধিকার দান করেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ গীতায় বহু শ্লোক থাকিলেও মাত্র দুই চারটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি। যথা প্রমাণ—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ গীতা ৭।৭
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য, বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।
গীতা ১৫।১৫

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৪

সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ যথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
গীতা ১৮।৬৫-৬৭

অনেকে গীতার বড় বড় সংস্করণ পাঠ করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ গীতার উক্ত সারমর্ম্ম টুকু বুঝিতে পারেন না।

৯১। গীতা, ভাগবত, বেদ, পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ ভগবানেরই মুখনিঃসৃত বাণী। মনুষ্য জাতির কল্পিত বা লিখিত পুঁথি সকল শাস্ত্র

নহে। শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিরাই উচ্ছৃঙ্খল। মুসলমান, খ্রীষ্টানাদিরও শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা আছে।

৯২। আর্য্যগণ যদি আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ লঙ্ঘন করেন, মহদতিক্রম জনিত অপরাধে পতিত হইবেন। যাঁহারা মনে করিতেছেন যে গীতা, ভাগবত, বেদ, পুরাণ ও আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া ষ্ট্যালিন, লেলিন, ডারবিন্ প্রভৃতি বৈদেশিক মতবাদে প্রবিষ্ট হইলেই চিরশান্তি লাভ হইবে, তাঁহারা কখনই শান্তি পাইবেন না।

৯৩। মানবগণ স্ব স্ব মেধা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা দেহবল, অস্ত্রবল, জনবল ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারা কখনই যাবতীয় বিপদ বিঘ্নাদি অতিক্রম করিয়া চিরশান্তি বা শাশ্বতশান্তি লাভ করিতে পারিবেন না। বিমানে বা রকেটের সাহায্যে চন্দ্রলোকাদিতে গেলেও চিরশান্তিময় ভূমিকায় আরোহণ করা কোনকালেই সম্ভব হইবে না।

৯৪। বিদ্যা দুই প্রকার, জড় বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যার দ্বারা পরব্রহ্ম ভগবানকে জানা যায় তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস ও হরিভক্তি নাই তাহাকে বিদ্বান বা পণ্ডিত বলা যাইবে না।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥
পড়ে কেন লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥ (চৈঃ ভাগবত)

৯৫। "পণ্ডিতো বন্ধ মোক্ষবিৎ" অর্থাৎ কোন্ কার্য্যের দ্বারা সংসার বন্ধন হয় ও কি উপায়ে মুক্তি হয় ইহা যিনি জানেন তিনি

পণ্ডিত। আর জড় শরীরে যাঁহার আমি বুদ্ধি তিনিই মূর্খ। ( শ্রীমদ্ভাগবত )

৯৬। যিনি পরব্রহ্ম ভগবানকে চিনিতে ও জানিতে পারিয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি জানেন না অথচ ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা গর্ব্বিত, শাস্ত্রে তাঁহাকে পশুবিপ্র বলিয়াছেন। "শোচতীতি শূদ্রঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি শোক মোহগ্রস্ত সেই ব্যক্তিই শূদ্র। শোকগ্রস্ত ব্যক্তিই শূদ্র, ব্রাহ্মণের শোক মোহ নাই। তিনি কাম ক্রোধ শোক মোহাদি মুক্ত।

৯৭। সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র। আর রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী। ( চৈঃ চঃ )

৯৮। সত্ত্বগুণী নিষ্পাপ ও পুণ্যকর্ম্মী ব্যক্তিগণ যে লোকে গমন করেন, সেই অনিত্য সুখময় স্থানকে স্বর্গ বলে, তমোগুণী পাপীষ্ঠ লোকেরা যে দুঃখপূর্ণ স্থানে গমন করেন তাহাকেই নরক বলে। স্বর্গ বা নরক উভয়ই অনিত্য।

৯৯। দুঃখং কাম সুখাপেক্ষা ( ভাগবৎ ) অর্থাৎ কাম সুখভোগের স্পৃহাকেই দুঃখ বলে। আর সর্ব্বকামনা শূন্যতাই সুখ।

১০০। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ ( চৈঃ চঃ )

১০১। সাধক, সিদ্ধ, বদ্ধ ও মুক্ত কখনই এক নহে। তাঁহাদের অধিকার ও ভূমিকা পৃথক পৃথক।

১০২। শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী। ( চরিতামৃত ) শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম্ম সমাপ্তি হয় ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়, এই প্রকায় বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিই কৃষ্ণভক্তির অধিকারী। আর এইপ্রকার ব্যক্তিকেই

ভক্তিস্কুলে ভর্তি করা হয়। আর যাহাদের এই প্রকার বিবেকের অভাব আছে, তাহাদের ভক্তি-স্কুলে প্রবেশের অধিকার নাই, তাহারা অশ্রদ্ধালু। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিরা কর্মী জ্ঞানী, যোগী বা তপস্বীগণের দলে যোগদান করিয়া থাকেন।

১০৩। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, অন্য কোনও দেবদেবীর উপাসনা করেন না প্রসাদও খান না। তিনি জানেন যে শ্রীহরি ভক্তির দ্বারাই সর্ব্ব দেবতারই পূজা ও তুষ্টি হইয়া থাকে। আর কোন কর্ম্মকাণ্ডেও তাঁহার রুচি নাই। জ্ঞান, যোগ, বা তপস্যাদিতেও তাঁহার কোন প্রবৃত্তি নাই, মৌনব্রত বা আসন প্রাণায়ামাদিও অভ্যাস করেন না। সর্ব্বদাই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধাভক্তির অনুশীলন করেন।

১০৪। পশুবধ বা জীবহিংসা দ্বারা কোনও ধর্ম্ম হয় না। তবে যাহারা অত্যন্ত তমোগুণী লোক, সদা সর্ব্বদাই মাংসে লোলুপ, সর্ব্বদাই জীবহত্যা করে বা কষাইখানা হইতে অপবিত্র মাংসাদি অমেধ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদের ঐ পাপ প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করার উদ্দেশ্যেই তিথি নক্ষত্র বিশেষে যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিয়া সেই পশু মাংস ভক্ষণ করিবার আদেশ শাস্ত্রে আছে। পঞ্জিকাদিতেও তিথি-নক্ষত্র বিশেষে স্ত্রী-তৈল-মৎস্য-মাংসাদি নিষিদ্ধ বলিয়া লিখিত থাকে। যাহারা ঐ সকল বিধান মানে না তাহারা হিন্দু নামেরই অযোগ্য।

১০৫। কেবলমাত্র জিহ্বা ও উদরের নিমিত্ত জীবহিংসা বা প্রাণীবধ করা ভয়ঙ্কর পাপজনক কার্য্য। মলমূত্র, বিষ্ঠাময়, মৃত ও অপবিত্র জীব শরীর কখনই আর্য্য জাতির ভক্ষ্য হইতে পারে না।

১০৬। কলিযুগের যুগধর্ম্মই একমাত্র হরিনাম, হরিনাম ব্যতীত

কলিতে অন্য কোনও সাধন, ভজন, যোগ, ধ্যান, তপস্যাদি দ্বারা জীবের উদ্ধার হইবে না, "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।

অন্য কোনও ধর্ম্ম কৈলে নাহি পাবে পার॥ (চৈঃ চঃ)

তবে শুদ্ধ বৈষ্ণব ও নিষ্কপট হরিভক্তের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত হরিনাম হইবে না। যাত্রাদলের নারদ ও প্রহ্লাদির হরিনাম ও ভক্ত প্রহ্লাদের হরিনাম সম্পূর্ণ পৃথক, মূর্খ লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া অসদাচারী অবৈষ্ণব পেষাদারী ব্যবসায়ী কীর্ত্তনের দলের হরিনাম শ্রবণ করে। রেডিও, গ্রামোফোনের কীর্ত্তন ও অবৈষ্ণবের মুখের হরিনাম শ্রবণে সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ ভোজনের ন্যায় বিপরীত ভল-লাভ হয়। তজ্জন্য শেষে উহারা হরিনামের অশ্রদ্ধালু হইয়া নিরয়-গামী হয়। উহাদের সংসারাশক্তিও কমে না। কাম, ক্রোধাদি ঋপুগুলি পর্যাদস্ত দমন করিতে পারে না, হরিভক্তি ত বহু দূরে।

১০৭। কলিযুগের যে তারকব্রহ্ম নাম শাস্ত্রে লিখিত আছে। সেই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও মানব কল্পিত ছড়াপদ কীর্তনাদির দ্বারাও কোন মঙ্গল হইবে না। এ বিষয়ে মৎকৃত "হরিনাম মহিমামৃত" গ্রন্থ অবশ্যই আলোচ্য। মহা-মন্ত্র সংখ্যা না রাখিয়া সর্ব্বদা কীর্তন করিলে কোনও দোষ বা অপরাধ হইবে না, বরং না করিলেই অপরাধ হইবে, কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন "সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর"। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলেই অপরাধ হইবে।

## চারি যুগের তারকব্রহ্মনাম

## সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরা।
নারায়ণপরা গতিঃ নারায়ণপরা মুক্তিঃ॥

## ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম

রাম নারায়ণানান্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

## দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

## কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

১০৮। গীতা, ভাগবত, বেদ, পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সারশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বোলয়ে আন॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তি ধন॥
গৌণ মুখ্য বৃত্তি কিম্বা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্যপথে যায়॥
শাস্ত্রের নাজানে মর্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥

১০৯। ধর্মতত্ত্ব ও পরমার্থ পৃথক বস্তু। কর্ম, জ্ঞান, যোগ তপস্যাদিও পরমার্থ নহে। বৈদিক ধর্ম, লৌকিক ধর্ম, দৈহিক ধর্ম, মনের ধর্ম ও আত্মার ধর্মের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"সর্বধর্মান পারিত্য মামেকং শরণং ব্রজ," অর্থাৎ সর্ব্বপ্রার ধর্ম্মমত ও দেবদেবী উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণগত হও। শ্রীকৃষ্ণের এই সর্বগুহ্যতম আদেশানুসারে সকল ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাগত হওয়াই একমাত্র পরমার্থ—এবং উহাই সনাতন ধর্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও চরিতামৃতে বলিয়াছেন—অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়িয়া জ্ঞানকর্ম আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥" এই "শুদ্ধাভক্তি" ইহা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পঞ্চরাত্র ভাগবতে এই লক্ষণকয়॥ অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম।
লজ্জাধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন্॥
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
অকিঞ্চন হঞালয় কৃষ্ণৈক শরণ॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥

এই প্রকার ঐকান্তিকী রাগময়ী হরিভক্তিকেই পরমার্থ বলে। এবং ইহাই সনাতন ধর্ম বা ইহাকেই বলে বৈষ্ণব ধর্ম। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও উক্ত গীতার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ (গীতা ১৮ অঃ) সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন, পূর্ব আজ্ঞা বেদধর্ম কর্ম্মযোগ জ্ঞান সব সাধি

অবশেষ আজ্ঞা বলবান। এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়। সর্ব্বকর্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

১১০। ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে ধর্মের নামে যতগুলি মঠ, মন্দির, মিশন, সঙ্ঘ, আশ্রম, আখড়া প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ মঠ, মিশন ও সঙ্ঘের লোকেরা প্রকৃত পরমার্থ তত্ত্ব জানেন না। অনেকেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিকেই পরমার্থ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকেই ধর্ম ও পরমার্থকে সমান বলিয়া মনে করেন আবার কেহ কেহ বলেন "যত মত তত পথ" যে যেপথেই যাও বা যে মতেই চলো সকলেই একস্থানে পৌঁছিবে কিন্তু ইহা অত্যন্ত মূর্খতা ও নাস্তিকতা ধর্মমন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক গীতা শাস্ত্রেও ঐ সকল মতবাদের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন—উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসা জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসা॥ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃণ যান্তি পিতৃব্রত, ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা মদ্‌যাজী যান্তি মামপিমাং॥ অর্থাৎ তত্ত্বগুণী লোকেরা স্বর্গাদি উর্দ্ধলোলোকে যাইবে ভূত পূজকগণ বা জীবসেবকগণ মধ্যলোকে বা মর্ত্ত্যলোকে থাকিবে আন তমোগুণী-গণ নরকে বা অধোলোকে যাইবে। আর যে ব্যক্তি যেই দেবতার আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে সেই দেবলোকেই যাইবে। পিতৃব্রত-গণ পিতৃলোকে যাইবে। কিন্তু সেই সেইলোক হইতে পতন হইবে। কিন্তু আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তগণ আমাকেই নিত্যকালের জন্য পাইবে আমাকে পাইলে আর পতন হইবে না, সুতরাং সকলে কখনই একস্থানে যাইবে না। কর্মীজ্ঞানী যোগী ও ভক্তগণের গতি বা গন্তব্যস্থান কখনই এক নহে। ঐ সকল মঠ মিশন ও সঙ্ঘের আচার্য্যগণের গতিও পৃথক পৃথক হইবে। অতএব যাঁহারা বলেন সকলেই একস্থানে যাইবে তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ।

সমাপ্তোঽংগ্রন্থ

## শ্রীশ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ ( কার্য্যালয় )
## ও শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত লাইব্রেরী
### ( স্থাপিত—১৩৫৬ বঙ্গাব্দ )

**শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমাজের কি কি উপকার করেন ?**

**উত্তর**—১। সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার ও জীবে দয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

২। প্রত্যেক জীবের যাবতীয় দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অশান্তি, জন্মমৃত্যু যন্ত্রণাদি চিরতরে দূর করিয়া, শাশ্বতশান্তি, বাস্তব স্বাধীনতা প্রকৃত স্বরাজ ও নিত্যপরমানন্দ লাভের নির্ভুল পথপ্রদর্শনকারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাশ্বত শান্তির নিকেতন।

৩। মানবের সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূল কারণ অনুসন্ধানপূর্বক সর্বজীবের পাপ, 'পাপবীজ-অবিদ্যা' জনিত ত্রিতাপ যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া কৈতবপূর্ণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ ধিক্কারী অকৈতব ভগবৎ-প্রেম প্রদাতা নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের বাণীর প্রচারকারী।

৪। মানুষকে কোন কালে বা কোন যুগে আর কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য জাতি, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল মানবের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্বক বাস্তব সত্যের বাণী প্রচার করেন।

৫। যাহারা নিজেরাই সর্বক্ষণ অশান্তিতে জর্জ্জরিত ও ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত। যাহারা সর্বদাই জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবাত্যা, কলেরা, বসন্ত, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, স্ত্রীবিয়োগ ও পুত্রশোকাদি অসংখ্য দুঃখ কষ্টের অধীন, তাহারাই আবার অন্য লোককে শান্তি স্বাধীনতা দিবার বৃথা প্রলোভন দেখাইয়া আরও অধিকতর অশান্তির সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। গৌড়ীয়মঠ তাহাদের ঐরূপ নৃশংসকার্য্যে বাধাপ্রদানপূর্বক প্রকৃত শান্তি স্বাধীনতার নির্ভুল পথ দেখাইয়া থাকেন। "শান্তির সন্ধান" পুস্তক এই বিষয়ে অবশ্যই পাঠ্য। মানব-জীবনের রহস্য ২য় খণ্ড, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, মানবের নিত্যকর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম, শ্রীহরিনাম মহিমামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসকলও একান্তই আলোচ্য।

প্রাপ্তিস্থান :—

**শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত লাইব্রেরী**

পোঃ—চরব্রহ্মনগর, জেলা—নদীয়া ( পশ্চিমবঙ্গ )